রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No.77. রেজিষ্টার নং৭৭

অমৃত বাজার পত্রিকা

মূল্যঃ— অগ্রিম বার্ষিক ৮৷, ডাক মাশুল ১৷৹, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ১০৷০, ডাক মাশুল ১৷০টাকা প্রতি খণ্ড।৵ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ | কলিকাতাঃ— ৭ই পৌষ —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ২১এ ডিসেম্বর ১৮৭৬ সাল | ৪৫ সংখ্যা

TOO LATE.

—ঃ০ঃ—

বিজ্ঞাপন।

অমৃত রস।

সর্ব্বহিতৈষী পরম কারুণিক এক সন্যাসি হইতে প্রাপ্ত মহৌষধ।

ইহা কেবল কতক গুলি দেশী ও কতক গুলিন পর্ব্বতজাত বনৌষধী সংযোগে রস প্রস্তুত হইয়া এমন অসাধারণ বহুবিধ রোগ নাশক শক্তি ধারণ করিয়াছে, যে অমৃত রস উপাধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস্তবিক তদ্রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ। কি মহতি অশ্চর্য্য বৃক্ষ, লতা, বল্লী প্রভৃতি বনস্পতিতে বিশ্ব-স্রষ্টা যে কি চমৎকার গুণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম লোকে সবিশেষ বিদিত থাকিলে ব্যাধি মন্দির মানব দেহকে নানা প্রকার রোগের যন্ত্রণা দীর্ঘকাল সহ্য করিতে হইত না, এবং অকালে কালের বশ হইতেও হইত না।

অপরঞ্চ অমৃত রস কি চমৎকার ঔষধ! ইহা সেবনে অনেকানেক দুঃসাধ্য কষ্ট সাধ্য ও অসা রোগও শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে এমন কি ক্ষয়, যক্ষা, শুল ও বহুবিধ শীরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, শ্বাসকাশ, হৃৎকম্প, অম্ল-পিত্ত ও অম্ল-শুল, পুরাতন জ্বর, প্রমেহ, মহামারি জ্বর, উপদংশ, পারদ ঘটিত দোষ মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমুত্র, রক্ত বিকার, প্লীহা, পাণ্ডু, যকৃত ও গ্রহণী প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ প্রতিকারে ইহা অতি উৎকৃষ্ট স্ত্রীলোকদিগের কতক গুলিন বিশেষ রোগ আছে, এ ঔষধ তাহার শীঘ্র প্রতিককরো। সুতিকা, প্রদর, মুর্চ্ছা, ভৌতিক রোগ, স্বপ্নে ভয় দর্শন প্রভৃতি রোগে স্বচ্ছন্দ বিধেয় মহাপুরুষের এমনও আজ্ঞা আছে, যে যথা নিয়মে ঔষধ সেবন করিলে মৃত্ত বৎসা দোষও থাকিবে না। পরন্তু এমত নির্দ্দোষ ঔষধ যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুরও সেব্য এবং পরমোপকারী।

উদাসীনের দত্ত আমার মহৌষধ ইংরাজি ১৮৬৮ শাল হইতে প্রচার হইয়াছে। ইহার পুর্ব্বে কোন বাঙ্গালি কোন প্রকার ঔষধ প্রকাশ করেন নাই। আমার প্রকাশের পরে এই আট বৎসরে যে সকল ইহার নকল হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু আসল ও নকল অনেক বিভিন্ন। পুর্ব্বে পুস্তকাকারে অসংখ্য আরোগ্য সমাচার ছাপান হইয়াছে, এক্ষণে নুতন কয়েক খানি আরোগ্য সমাচার প্রকাশ করা যাইবে।

ছয় ছটাক শিশির মুল্য ৫৷০ টাকা। যাহা ১৫ পোনের দিন সেবনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মিশির পোখরা।

বেনারস।

আরোগ্য সমাচার।

মহাশয় আপনার অমৃত রস আমি ১৫০ টাকার আনাইয়াছি; ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিবিধ দুরূহ রোগে তাহার অদ্ভুত শক্তি দৃষ্ট করিয়া আমরা চমৎকার হইয়াছি। শুল, পুরাতন ও নুতন হাপানি কাশী, জ্বরষ ক্ষমা, গ্রহণী এবং স্ত্রীলোকের মূর্চ্ছা রোগে ইহার সম্যক উপাকারিতা দৃষ্ট করা গিয়াছে।

শ্রীকৈলাস চন্দ্র রায় মহাশয়

জমিদার ও অনারেরী মাজিষ্ট্রেট দেহুড়দা।

জেলা বালেশ্বর।

আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জ্বর, প্রদর, অরুচি শরীর ও মস্তক ফোলা, নাক হইতে শীরা বাহির হওয়া, গা, হাত, পা, কামড়ানি, ইত্যাদি নানা পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল, মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। আমার প্রতি-বাসী শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ হালদার জ্বর, বহ্নি, অর্শ অজীর্ণ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছিলেন, অজীর্ণ এরূপ হইত যে অন্ন আহারের পনের দিন পরে ঐ অন্ন স্ব আকারে নির্গত হইত, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছেন।

শ্রীরামচন্দ্র নন্দী।

মোং তেলীপাড়া, জয়নগর পোঃ আঃ।

ইত্যগ্রে মহাশয়ের নিকট হইতে যে অমৃত রস ঔষধ সমভিব্যাহারে আনা হয়, বিগত বৈশাখ মাসের মধ্যে মৎপত্নী নানা প্রকার উৎকট ব্যাধীগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জীবন রক্ষার কোন উপায় ছিল না এমত অবস্থায় ঐ ঔষধ সেবনান্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

মোং বাহালগ্রাম, রহিগঞ্জ পোঃ আঃ।

আপনার প্রকাশিত অমৃত রস আনয়ন করিয়া আমার পরিবারকে সেবন করাণতে অনেক পরিমাণে রোগের উপশম বোধ হইতেছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্যতা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিশেষ হইয়াছে, তবে উদরের বেদনা যে একেবারে আমার হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না, এক্ষণ যে প্রকার অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় আরও কিছু অধিক কাল ঔষধ সেবন করাইলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ার সম্ভব। কারণ পীড়াও নিতান্ত অল্প দিনের নহে।

শ্রীশশীভূষণ হালদার, ডেপুটী মাজিষ্ট্রে

মোং মাথাভাঙ্গা জেলা, কুচবেহার।

মহাশয় বৎসরাবধি আমি জ্বর এবং কাশে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলাম, ডাক্তারী ও বৈদ্যমতে নানাবিধ ঔষধী ব্যবহার করাতেও পীড়ার কিঞ্চিৎ মাত্র উপশম না হওয়ায় পরিশেষে মহাশয়ের জগৎ পরিচিত অমৃত রস ব্যবহার করাতে সম্যক আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার যেরূপ উপকার করিলেন ইহাতে মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম, এবং যাহাতে আপনার অমৃত রস এই গ্রামে এবং ইহার চতুপার্শ্বে বিশেষ প্রকারে পরিচিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিলাম।

শ্রীরমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোং হবিপুর, জেলা, দিনাজপুর।

মহাশয় আপনার উদাশীন দত্ব অমৃত রস মহৌষধীর গুণ ভুবন বিখ্যাত, এবং কয়েকটী রোগীকে আশ্চর্য্য আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়া অসীম আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়াছি। না জানি মহাশয় কত প্রাণীকে অকাল কালগ্রাস হইতে মুক্ত করিয় কতই পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছেন, ইহাতে আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রী চৌধুরী প্রতাপনারায়ণ রায় জমিদার।

মোং ডাশবিহা, জেলা, বলেশ্বর।

আপনার জগৎ বিখ্যাত মহোপকারি ঔষধর গুণ বিষয়ে এ সামান্য লেখনী বা কি বর্ণনা করিতে পারে। সর্ব্বদাই শুনিতেছি, যে আপনার কৃপা গুণে অত্রাঞ্চলের অনেক২ ব্যক্তি করাল কাল রোগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতেছেন। আমরা চাক্ষুষে শ্রীযুত রাধা মোহন মুখোপাধ্যায়কে ভয়ানক সঞ্চিত গ্রহণী রোগ হইতে এবং তাঁহার স্ত্রীকে অনেক দিনের প্রাচীন শ্বাস রোগ হইতে আশু মুক্তি লাভ করিতে দেখিয়া বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। অমৃত রস নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছে

শ্রীশ্যামাচরন মিত্র।

ডেপূটী পোষ্টমাষ্টার, মোং.বাসডিহা।

গত বৎসর মহাশয়ের নিকট হইতে অমৃত রস আনাইয়া সেবন করায় আমার যে শুল বেদনা ছিল তাহা হইতে মুক্তি পাইয়াছি।

শ্রীজয় গোবিন্দ দত্ত।

মোং জতনপুখরী জেলা, জলপাইগুড়ি।

মহাশয়ের অমৃত রস ঔষধী ভগন্দর রোগে সেবন করান হয় তাহাতে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে, ...গ মাত্র আছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র সেট।

মোং ফাঁসি দেওয়া, জেলা, দারজিলিং।

আমি হেম বাবুর অমৃত রস অনেক রোগে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং অনেক প্রকার রোগেতে ইহার অশ্চর্য্য গুণ দেখা যায়। কএক জন রোগী যাহাদের বাঁচিবার কোন ভরসা ছিল না, এই ঔষধী সেবনে আশ্চর্য্য আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার।

৺কাশীধাম।

মহাশয়ের মহৌষধী অত্র স্থানে যিনি২ সেবন করিয়াছেন, সকলেই সুন্দর রূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীলোকনাথ দাস বসু।

মোং কটক।

আপনার অমৃত রস মহৌষধীর চমৎকার গুণ অত্র কাঁথিতে যাহারা সেবন করিয়াছেন, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমহেন্দ্র নারায়ন মাহিতি।
মোং কাঁথি, জেলা মেদনিপুর।

মহাশয়ের অমৃত রস সেবনে দাদা মহাশয়ের বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে। তাঁহার শুল ব্যথা এবং পেটের ডাক আরোগ্য হইয়াছে।

শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস
মোং রত্নপুর জেলা মুরসিদাবাদ।

ইত্যগ্রে যে ঔষধী আপনার নিকট হইতে আনান হইয়াছিল, তাহা আপনার প্রেরিত নিয়মাবলির নিয়মানুসারে সেবন করায় পূর্ব্বাপেক্ষা অসুস্থের অনেক হ্রাস হইয়া আপাততঃ শরীরের স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী রায় বাহাদুর।
মোং চুড়ামন।

অত্যাশ্চর্য্য উলাউঠার অমূল্য বটিকা।

সকল প্রকার ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধীর চমৎকার গুণ প্রকাশ হইয়াছে, ইহা দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগ নিবারণ হয়। অধিকাংশ লোক ৫। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আরোগ্য হইয়াছেন। আমি পূর্ব্বে সহর অম্বালায় বার শত, এবং এ স্থানে আট শত বার জন লোকের দাতব্য চিকিৎসা করিয়াছি, তন্মধ্যে শতকরা ৯০ জন রোগীর অধিক আরোগ্য হইয়াছে। ইহা তালিকা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

এই ঔষধীর ৫০ পঞ্চাশ বটিকার মূল্য ৫ টাকা মাত্র, ইহা দ্বারা ২০ জন রোগী আরোগ্য হইতে পারে।

নিম্ন লিখিত আরোগ্য সমাচার ছাপান যাইতেছে।

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মিশির পোখরা, বেনারস।

মহাশয়ের নিকট হইতে গত মাসে যে ঔষধী আনাইয়া ছিলাম তাহা ছয় জন রোগীকে দেওয়ায় উত্তম রূপ আরোগ্য হইয়াছে। বিশুচিকার এমন ঔষধ আর হয় নাই, ছয় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
নেটিভ ডাক্তার, ছাপরা জেলা আরা।

মহাশয়ের ঔষধের গুণ মৌখিকাভিন্ন পত্রে বর্ণনা করা যায় না একাধীক্রমে ১৮টি ওলাউঠা রোগী আরোগ্য হইয়াছে। অধিকাংশ রোগীকে ২টী বটিকা কোন কোনটীকে ৩টী মাত্র দেওয়া গিয়াছে। মহাশয়ের এ ঔষধ যথার্থ তাহার কোন ভুল নাই, ঐ সকল রোগী অতি দীন হীন লোক, কেবল মহাশয়ের পুণ্যার্থে, এবং প্রশংসা প্রকাশার্থে বিনা মূল্যে দেওয়া গয়াছে। শ্রীমহিউদ্দিন।
ইনচার্জ কুরকুরিয়া চা-বাগান, সোনাপুর আসাম

আপনি যে ওলাউঠা রোগের ঔষধ পাঠাইয়া ছিলেন, ঐ ঔষধ ৫ জন রোগীকে দেওয়া হইয়া ছিল, তাহারা সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীরাধাবল্লভ সিংহদেব জমীদার।
মোং কুচিয়াকোল জেলা বাঁকুড়া।

আপনার প্রেরিত উলাউঠা ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই বাধিত হইলাম। কয়েক জন রোগীকে ঔষধ ব্যবহার করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে।

জোনুকুল হোসেন, দেওয়ান।
মোং ভালিবপুর, ষ্টেট, বহরমপুর।

আমাদের নিকট কয়েক গ্রামে ওলাউঠার প্রদুর্ভাব হইয়াছে, আপনার প্রেরিত বটিকার কয়েক জনার আশ্চর্য্য উপকার হইয়াছে।

শ্রীকৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়, জমিদার
অনারারী মাজিষ্টেট মোং দেহুড়দা,
জেলা বালেশ্বর।

মহাশয় আপনার অমৃত রস ঔষধের অনির্ব্বচনীয় গুণ। আমার আত্মীয়ের জ্বর, প্লীহা এবং পেটের ব্যায়রাম ছিল। এই ব্যায়রাম গুলি অল্প দিনের নহে, জ্বর প্রায় ৭।৮ বৎসরকার প্লীহা প্রায় ৪।৫ বৎসরকার এবং পেটের পীড়া প্রায় এক বৎসর হইল হইয়াছিল। যতপরনাস্তি দুর্ব্বল ছিলেন। উক্ত ঔষধ এক শিশি সেবন করিয়াই রোগ প্রায়, চৌদ্দ আনা আরাম হইয়াছে। জ্বর এক বারে বন্দ হইয়াছে; প্লীহা বার আনা ভাগ কমিয়া গয়াছে, প্রত্যহ ১০।১২ বার বাহ্যের মধ্যে এক্ষণে ২।৩ বার জান। বাহ্যে যে রক্তের চিহ্ন দেখা দিত তাহাও আরোগ্য হইয়াছে। এ ঔষধে যে অনেকেই অকাল কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে তাহার আর ভুল নাই।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র সু।
মোং হুগলি, মুটিয়াবাজার।

আপনার প্রেরিত এক শিশি অমৃত রস ঔষধী আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে সেবন করাইয়া তাহার পীড়া অনেকাংশ সাম্য হইয়াছে। প্লীহা জ্বর, ও উদরাময় এই তিন প্রকার পীড়া আমার উক্ত সহোদরটীর হইয়াছিল, আপনার অমৃত রস সেবন করিয়া জ্বর বন্ধ হইয়াছে, উদরাময় আরোগ্য হইয়াছে।

দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী।
মহিষবাথা পোঃ আঃ

মহাশয় আপনার অমৃত রস মহৌষধের অসাধারণ গুণে আমার পূজনীয় পিতা ঠাকুর মহাশয়ের মেহ, কাশ, জ্বর প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। ইত্যগ্রে ক্রমিক তিন শিশি অমৃত রস আনয়ন করিয়া উল্লিখিত পিতাঠাকুর মহাশয়কে সেবন করায় কাশ ও জ্বর হইতে একবারে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, মেহের পীড়া বার আনা আন্দাজ আরোগ্য হইয়াছে, চার আনা পরিমাণে বাকি আছে। বোধ করি তাহাও একবারে নিঃশেষ হইত। ফলতঃ অর্থের অকুলান বশতঃ এক সঙ্গে উক্ত তিন শিশি অমৃত রস সেবন করাইতে পারি নাই, এক শিশি সেবন করিয়া মধ্যে অনেক দিন বাদে অপর শিশি সেবন করিতে হইয়াছিল, এবং নিয়ম মত পথ্যাদি ভক্ষণও হয় হয় নাই। বিশেষতঃ মেহের পীড়াটী অল্প দিনের নয়, প্রায় ২০ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছে।

শ্রীবর্ণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
মোং চুড়ামল জেলা, মালদহ।

মহাশয় এক শিশি অমৃত রস আনাইয়াছিলাম। এবং একটী স্ত্রীলোক পুরাতন জ্বর আদি নানা প্রকার পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিল, কিন্তু মহাশয়ের অমৃত রস সেবন করাতে চমৎকার আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

শ্রীবনমালী পাল
মোং গুনটীয়া, তারা মিন্দীয়া।

অমৃত রস ঔষধী অত্র সবডিবিজান ধুবড়ির শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল লাহুড়ী প্রভৃতি আনয়ন ও সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।

শ্রীরায় প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর
মোং গৌরীপুর ধুবড়ী।

I am very glad to say that your cholera pills have cured all the 10 cases in which they were adminte red

Signed D. V. Sapray
Bankipore

I have the honor to inform you that your medicine for cholera was received here, when the disease had nearly disappeared from the Town. It was however administered in two two cases with successful result.

Signed W R Larmine
Magistrate of Bankura

I am requested by the Maharaja of Burdwan to inform you that during the recent out-break of cholera in this place, your pills were tried in several cases, which occured among the servants of His Highness, and were found to be efficacious.

Signed T. B. Miller
Private Secretary.

Your cholera pills are really infallible. Not being a professional man I was afraid to try your medicine at first, but I administered it in 3 cases given up by the doctors as hopeless. Two of the patients recovered within six hours by using only two pills each. The other a child took one pill which stopped his purging, vomitting, spasm and perspiration, and caused a discharge of urine, but unfortunately at this stage his parents gave him some other medicine. The result was the disease relapsed, and the child died.

Two more cases have been cured, by your medicine.

Bepin Behary Dutt
Station Master, Doomrow.

I am directed to say that your cholera pills are being tried by the Civil Surgeon of Rangoon and the result will be communicated to you soon as a report is received.

Signed E. I. Sinkms B. C. S.
Junior Secretary to the
Chief Commissioner of Burma

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান
প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অনেক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশিরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।
(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজঃ, বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিষ্কার করিয়া জরায়ু ঘটিত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মূল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মূল ও ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা

সন ১২৮৩সাল ৭ই পৌষ, বৃহস্পতিবার।

রেজেষ্টরি করাই বিবাদ ভঞ্জনের একমাত্র উপায়।

নীল বিদ্রোহ হইতে প্রজারা প্রথম জমিদারদিগের সঙ্গে সুপ্রণালী ক্রমে বিবাদ করিতে শিক্ষা করে। ১০ আইনে এই বিবাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ করে। ইংরাজি শিক্ষা প্রভাবে এ দেশে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং ইংরাজ শাসনে এ দেশে প্রভু ভৃত্যে, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে এবং ভূস্বামী ও প্রজাতে যে একটী অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল তাহা উচ্ছেদ করিয়াছে। এই অলৌকিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন না হইলে আমরা অপেক্ষাকৃত অনেক সুখে বাস করিতে পারিতাম, অনেক দুর্গতি হইতে দেশ রক্ষা হইত, তাহা হইলে হয় ত এক দিন ভারতবর্ষবাসীরা আবার পরাধীনতা শৃংখল ভঙ্গ করিতে পারিতেন। এই অলৌকিক সম্বন্ধের অপলোপের ফল ভারতবর্ষর সর্ব্বত্র শান্তির ধ্বংশ হইতেছে এবং ইহারই নিমিত্ত প্রজা ও জমিদারের মধ্যে ভয়ানক শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহার অব্যর্থ ফল সর্ব্বনাশ হইতেছে।

যে কালে প্রজারা আদালত চিনিত না, জমিদার তাহাদের জজ, মাজিষ্ট্রেট, হাইকোর্ট ছিলেন। জমিদারেরা অনেক সময় অবিচার করিতেন কিন্তু এখনও অনেক অবিচার হয়। গত বৎসর বাঙ্গলাতে ২৬০৫৫টী মিথ্যা মকর্দ্দমা উপস্থিত হয়, গত বৎসর পোলিশ ৬৮৬১০ লোককে চালান দেয়। মাজিষ্ট্রেট ৫২৮৮৪ লোককে দণ্ড করেন এবং ২৮৮৭৪ জনকে ছাড়িয়া দেন। সেসনে যত জনকে মাজিষ্ট্রেটেরা সোপার্দ্দ করেন তাহার ১৪৪৮ জন মুক্তি পায় অর্থাৎ গত বৎসর যত লোক রাজ বিচারে দণ্ডার্থ উপস্থিত হয় তাহার শতকরা ৩৫ জন অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় এবং এত লোক যে কত কষ্ট কত অপমান সহ্য করিয়া কত অর্থ ব্যয় করিয়া যে নিস্তার পায় তাহা বোধ হয় সকলে জানেন। দেওয়ানি মকদ্দমাতেও যে বৎসর ২ এই রূপ সহস্র ২ অবিচার হয় তাহাও সকলে জানেন। রাজবিচারে যে অনেক নির্দ্দোষী ব্যক্তি গুরুতর দণ্ড সহ্য করে এবং অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়া থাকে তাহাও সকলে জানেন, তাহা রাজ পুরুষেরাও জানেন। নিরপরাধে অনেকের প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত যে হইয়া থাকে তাহাও সকলে জানেন। জমিদারেরা এক জনকে যত দূর সাধ্য দণ্ড করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন না কিন্তু গত বৎসর গ্রবর্ণমেন্ট শত করা যে ৩৫ জনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন ইহার হয় ত অর্দ্ধেকের অধিক সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে। আবার পুর্ব্বে রাজস্বের কিরূপ হার প্রচলিত হওয়া উচিত তাহার কোন রাজআজ্ঞা ছিল না। প্রজারা অনেক বিষয়ে জমিদারের অনুগ্রহের অধীন থাকিত এবং এ অনুগ্রহ তাঁহারা প্রজার উপর চিরকাল প্রদর্শন করিতেন। অনুগ্রহাকাঙ্খীর উপর কেহ বজ্রাঘাত করিতে পারিত না। তখন প্রজাকে জমিদারেরা আপন মনে করিতেন, প্রজার বিপদ কালে আপন বিপদ মনে করিতেন। ইহাতে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে অতি নিগূঢ় স্নেহ বন্ধন ছিল এবং যখন এই সুখের অবস্থা ছিল তখন কেবল জমিদারদিগের সুখের দিন ছিল না, তখন জমিদার ও প্রজা একটি বৃহৎ পরিবার ছিল। জমিদার পিতা ছিলেন এবং প্রজারা তাহার পুত্র ছিল। জমিদার পিতার ন্যায় তাহাদের শুভাকাঙ্খী ছিলেন এবং প্রজারা তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। প্রজাকে জব্দ করিতে হইবে এ ভাব জমিদারের মনে প্রায় উদয় হইত না। তাহাদের প্রজার নামে জমা তকরার করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন হইত না। প্রজারাও তখন জমিদারের সঙ্গে কড়া গণ্ডা হিসাব করিয়া খাজনা দিতনা। জমিদারের বিশ্বাস ছিল যে প্রজার গৃহে যত সম্পত্তি থাকুক প্রয়োজন হইলে তাহা অকাতরে ও অমানবদনে তাহাকে তাহারা প্রদান করিবে এবং জমিদারের গোলাতে শস্য ও ভাণ্ডারে অর্থ থাকিলে তাহারা সুখে নিদ্রা যাইত। এখন জমা তকরার করিয়া জমিদারেরা যদিও অনেকস্থানে দ্বিগুণ তিনগুণ রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন কিন্তু এখন জমিদারের গৃহে অর্থ নাই, প্রজারা যদিও পুর্ব্বাপেক্ষা প্রতি বিঘা ভুমিতে চতুগুণ অর্থ উৎপন্ন করিতেছে তথাচ তাহারা অঋণী হইতে পারে নাই অথবা তাহাদের সংসারের স্বচ্ছন্দতা হয় নাই। তখন জমিদারেরা কখনই উচ্ছিন্ন যাইতেন না। জমিদারেরা ঋণগ্রস্ত হইলে প্রজারা খরচা দিত, ভিক্ষা দিত। ইহা সংগ্রহ করিতে জমিদারের আদালতের আশ্রয় লইতে হইত না, ইহার নিমিত্ত তাহাদের ঋণের উপর আবার ঋণ বৃদ্ধি করিতে হইত না। প্রজারা উহা আহ্লাদসহকারে দিত। জমিদারেরা জমাতকরার করিয়া এখন যাহা লাভ করিতেছেন, তখন এই রূপে তাহা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতেন, আবার প্রজারাও ইহা দ্বারা উচ্ছিন্ন যাইত না। এখন এই সুন্দর সম্বন্ধটী উঠিয়া গিয়াছে। রাজস্ব সংক্রান্ত আইনে প্রথম ইহার মুলে আঘাত করে এবং ক্যাম্বেল সাহেব ইহার সমুলে উৎপাটন করেন। দশ আইনের অনিষ্টকর বিধান যত সর্ব্বনাশই করুক তথাচ প্রজা ও জমিদারে কতক সৌহৃদ্যতা ছিল কিন্তু ক্যাম্বেল সাহেব ইহার সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছেন। পাবনায় তিনি যে আগুণ জ্বালিয়া দিয়াছেন তাহা দ্বারা দেশ ছার খার হইবে। টেম্পেল সাহেব ইহা নির্ব্বাণ করিবার যত্ন করিতেছেন কিন্তু বিধাতা জানেন তিনি ইহাতে আহুতি প্রদান করেন কি নির্ব্বাণ করেন। তাহার প্রস্তাবিত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থা পরিণামে কি আকার ধারণ করে তাহা আমরা জানি না কিন্তু এখন ইহা যে আকারে উপস্থিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমাদের তত ভরসা হইতেছে না। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সৌহৃদ্যতা সংস্থাপনের কোন ভরসা নাই। এখন পরস্পর মোকর্দ্দমা না হয় ইহারই কোন উপায় করা কর্ত্তব্য এবং টেম্পল সাহেব যাহা করিতেছেন তাহাতে মোকদ্দমা নিবারণ হইবেন। এখন প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যাহাতে পাটা কবুলতি লেখাপড়া হইয়া যায় ইহারই কোন সদুপায় বাহির করা সম্ভব। এরূপ লেখা পড়া হইয়া গেলে মকদ্দমা যে একেবারে কমিয়া যাবে আমরা তাহা বলি না কিন্তু ইহা দ্বারা যে অনেক কমিবে তাহা ভরসা করা যাইতে পারে। পাটা কবুলতি হইবার দুইটি বাধা। প্রথম বাধা জমিদার ও প্রজা উভয়ের এক মত হইয়া লেখা পড়া এবং রেজিষ্টরি করা। যদি জমিদারেরা কিছু কম স্বার্থপর হন তাহা হইলে বোধ হয় প্রজারা লেখা পড়া করিতে অসম্মত হয় না। তেওতার রায় শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী বাহাদুর প্রজার সঙ্গে এই রূপ লেখা পড়া করার উদ্যোগ করিতেছেন। তিনি প্রজাকে জমার উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব দিতেছেন। তবে তিনি একটী কঠোর নিয়ম করিতেছেন। প্রজারা যদি পর পর দুই কিস্তি খাজানা না দেয় তাহা হইলে তাহারা জমার সত্ব হইতে বিচ্যুত হইবে এবং তিনি আদালতের বিনা সাহায্যে প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। প্রজারা এরূপ লেখা পড়া করিতে সম্মত হইয়াছে। যদি অপর জমিদারেরা প্রজাদিগের সুখ দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লেখা পড়া করেন তাহা হইলে বোধ হয় সর্ব্বত্র প্রজারা জমিদারের সঙ্গে বন্দবস্ত করিতে অস্বীকার হইবে না। দ্বিতীয় বাধা রেজিষ্টরি, গবর্ণমেন্ট নিয়ম করিয়াছেন বিনা রেজিষ্টরিতে পাট্টা কবুলতি গ্রাহ্য হইবে না। রেজিষ্টরি করা শুদ্ধ কষ্ট সাধ্য নহে উহা অতিশয় ব্যয় সাধ্য। অনেক সময় লেখা পড়া কেবল কষ্টের ও ব্যয়ের নিমিত্ত রেজিষ্টরি হয়না। ক্যাম্বেল সাহেব রেজিষ্টরি আফিসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অনেক সুবিধা করিয়াছেন কিন্তু এখনও ইহা নিতান্ত সুলভ হয় নাই। আবার রেজিষ্টরির ফি, সেনাক্তের খরচ ইত্যাদির নিমিত্ত ইহাতে অনেক ব্যয় পড়ে। গবর্ণমেন্ট যদি এরূপ নিয়ম করেন যাহাতে প্রতি গ্রামে রেজিষ্টরি হইবার সুবিধা থাকে তাহা হইলে বোধ হয় কষ্টের ও ব্যয়ের লাঘব হয়। যদি গবর্ণমেন্ট প্রতি গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে, প্রধান প্রজাকে এবং জমিদারের পক্ষীয় কর্ম্মচারীকে রেজিষ্টরির ভার অর্পণ করেন, এবং নিয়ম করেন যে ইহারা তিন জন একত্র হইয়া রেজিষ্টরি করিবেন, তাহা হইলে সকল গ্রামে রেজিষ্টরির আফিশ সংস্থাপন হইতে পারে, কোন রূপ তঞ্চকতা হয় না আবার সেনাক্ত করার ব্যয়, দূরে গমনাগমনের কষ্ট এবং ব্যয় হয় না, রেজেষ্টরির নিমিত্ত কৃষি প্রজাদিগের কাজ ক্ষতি করিয়া দূরে গমন করিতে হয় না। ইহাতে গবর্ণমেন্টের কিছু মাত্র ক্ষতি হয় না। এখন রুরাল রেজিষ্ট্রেরা যে হারে ফিস পান সে হারে ফিস পাইলে গ্রাম্য রেজিষ্টরেরা সন্তুষ্ট হয় তবে ইহাদের কার্য্য প্রণালী পরিদর্শনের নিমিত্ত কিছু ব্যয়ের আবশ্যক করে কিন্তু যেমন ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয় তেমনি প্রতি গ্রামে রেজিষ্টরি হইলে আরও বিস্তর বৃদ্ধি হয়।

বেত্রাঘাত ও কারাবাস ইহার কোন্‌টী ভাল?

হিন্দুহিতৈষিণী শারীরিক দণ্ড সম্বন্ধে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন। ইনি এবং আমাদের আর কয়েক জন দেশীয় সহযোগী জেলের কঠোর শাসন ও শারীরিক দণ্ডের নিমিত্ত অন্তরের সঙ্গে ক্রন্দন করিয়া থাকেন। আমরা যখনই ইহাদের এই সমুদয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি তখনই অশ্রুপাত করিয়াছি। শারীরিক দণ্ড সম্বন্ধে তিনি যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন তাহা তিনি হৃদয়ের সঙ্গ লিখিয়াছেন। তাহার লেখা দেখিলে বোধ হয় যে কোন হতভাগাকে বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করিতে দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে এই প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ বেত্রাঘাতের নাম করিয়া শরীর রোমাঞ্চ হইয়াছে বোধ হয় যাহার হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম মমতা আছে তাহারই শরীর এরূপ রোমাঞ্চ হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে আমাদের অনেক দিন হইতে সন্দেহ আছে। কোন অপরাধে দশ কি ২০ টী বেত্রাঘাত দিয়া কাহাকে ছাড়িয়া দিলে তাহার পক্ষে অধিক নিষ্ঠুরতা দেখান হয় অথবা তাহাকে সেই অপরাধে এক মাস কারাগারে আবদ্ধ করিয়া কঠোর শাসনাধীন রাখা অধিক নিষ্ঠুরতা এবং কোন্ দণ্ডটীর দ্বারা লোকের অধিক অনিষ্ট হয়। ভদ্র লোকের পক্ষে লোকের সম্মুখে বেত খাওয়া অপেক্ষা আর অপমান নাই। যে ভদ্র লোক এ রূপ অপমান সহ্য করেন তিনি বোধ হয় গ্লানি সহ্য করিতে না পারিয়া তখনই প্রাণ ত্যাগ করেন। কিন্তু এ দেশের ভদ্র লোকেরা সচরাচর যে অপরাধ করেন তাহাতে মাজিষ্ট্রেটরা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেন না। ভদ্র লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য, জাল, তহবিল তছরূপ অথবা দাঙ্গা এই কয়েকটী অপরাধেই প্রায় রাজ দ্বারে অভিযুক্ত হন। এই সমুদয় অপরাধে বেত্রাঘাতের দণ্ড হয় না। সামান্য চুরি কি ঐ রূপ কোন সামান্য অপরাধে বেত্রাঘাত দণ্ড হইয়া থাকে এবং নীচ শ্রেণী লোকেই সচরাচর এই সকল অপরাধ করে। এরূপ শ্রেণী লোকের পক্ষে বেত্রাঘাত না কারাগারে প্রেরিত হইয়া কঠোর শাসন সহ্য করা অধিকতর অনিষ্টকর এবং কষ্ট দায়ক? যদি বেত্রাঘাতের সঙ্গে মান মর্য্যাদার সম্বন্ধে কোন রূপ গ্লানি না হইত তাহা হইলে ইহাতে আর অধিক নিষ্ঠুরতা কি আছে। গ্রাম্য পাঠশালাতে গুরুরা সচরাচর বালকদিগকে বেত্রাঘাত করিয়া থাকেন, পিতা বিরক্ত হইয়া পুত্রকে অনেক সময় বেত মারিয়া থাকেন, যে ভৃত্যের প্রভু কিছু উগ্র লোক স্বভাবের তাহার অদৃষ্টেও অনেক সময় বেত্রাঘাত হইয়া থাকে। তবে রাজদণ্ডের সময় যেরূপ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অপারাধীকে বেত্রাঘাত করা হয় বোধ হয় সে রূপ নিষ্ঠুরতা পিতা প্রভু গুরু মহাশয় কেহই প্রদর্শন করেন না তথাচ বেত্রাঘাতের সঙ্গে যদি গ্লানি না থাকে তবে বোধ হয় ইহাতে কেহ জরাজীর্ণ হইয়া

পড়ে না, ইহাতে জীবনের উদ্যম স্ফূর্ত্তি একেবারে নির্ব্বাণ হয় না। নিম্ন শ্রেণীর লোক বেত্রাঘাতকে গ্লানি সূচক না শারীরিক যন্ত্রণা দায়ক মনে করিয়া শঙ্কা করে। যদি তাহারা ইহা গ্লানিকর মনে করে তাহা হইলে বোধ হয় কারাগার বাস ইহা অপেক্ষা ভাল না হউক মন্দ নহে। কিন্তু যদি কেবল শারীরিক যন্ত্রণা দায়ক মনে করে তাহা হইলে বোধ হয় জেলে বাস করা অপেক্ষা এক কি দুই ঘন্টা বেত্রাঘাতের যন্ত্রণা সহ্য করা নিতান্ত মন্দ নহে। আমাদের এই বিষয়টী লইয়া আন্দোলন করার উদ্দেশ্য আছে। লেঃ গবর্ণর গত বৎসরের জেল রিপোর্টে প্রকারান্তরে লিখিয়াছেন যে যাহারা সামান্য অপরাধ করে মাজিষ্ট্রেটেরা তাহাদিগকে কারাগারে না দিয়া বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। লেঃ গবর্ণর যে প্রস্তাব করিয়াছেন এটি শুভদায়ক কি ইহাতে আরো অধিক নিষ্ঠুরতা হইবে তাহা আমাদের বিবেচনা করা উচিত। যদি ইহাতে শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যায় তাহা হইলে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে মাজিষ্ট্রেটেরা কার্য্য করেন আমাদের সেই রূপ যত্ন করা উচিত। যদি ইহাতে আরো অধিক নিষ্ঠুরাচরণ হয় তাহা হইলে আমাদের ইহার প্রতি আপত্তি করা কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতে হইলে বেত্রাঘাতের দোষ গুণ এবং জেল বাসের দোষ গুণ বিচার করা কর্ত্তব্য। কারাগারে বন্দী হইয়া অবস্থিতি করা এবং বেত্রাঘাত সহ্য করা এ উভয় ভয়ানক দণ্ড। কারাগারে বাস করিলে আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিতে হয় কিন্তু বেত্রাঘাতে সে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। বেত্রাঘাতে যেরূপ অপমান, কারাগারে গমন করিলে সেরূপ অপমান হয় না। তবে মান অপমান স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, মনুষ্যের অবস্থা অনুসারে মান অপমান জ্ঞানের উদয় হয়। কারাগারে আর কয়েকটী কষ্ট আছে। সেখানে কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। সে নিয়ম পালন করা সহজ ব্যাপার নহে। এই কঠোর নিয়ম পালন করিতে না পারিয়া অনেকের রাজ দণ্ডে যে বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হয় তাহা অপেক্ষা অনেক গুণ বেত্রাঘাত সহ্য করিতে হয়। কারাগারে ভয়ানক পরিশ্রম, অনেকেই ইহাতে অল্প দিনের মধ্যে রুগ্ন হইয়া পড়ে। আবার সেখানে বদমাইসের মধ্যে অবস্থিতি করাতে অনেকের মন হইতে একেবারে সাধু ভাব অন্তর্হিত হয়। আমরা দোষ গুণ বিচার করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া হয় ত বেত্রাঘাতের পক্ষ সমর্থন করিলাম। ইহাতে ভাল করিলাম কি মন্দ করিলাম তাহা বিধাতা জানেন। আমাদের বেত্রাঘাতের উপর ভয়ানক ঘৃণা ও শঙ্কা. বেত্রাঘাতের নাম করিলে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু তথাচ যদি প্রকৃত ইহা দ্বারা কিছু মঙ্গল হয় তবে আমাদের হৃদয় কিছু কঠিন করা কর্ত্তব্য। আমরা এই রূপ দোষ গুণ বিচারে যদি ভ্রম করিয়া থাকি তবে সে ভ্রম যদি কেহ বাহির করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে আমরা তাহার নিকট উপকৃত হইব। কারণ আমাদের ইচ্ছা যে আমরা শারীরিক দণ্ডের বিপক্ষে লিখি। এখন বেত্রাঘাতের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদের মনে যে যন্ত্রণা হইতেছে আমরা সে যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইব। তবে আমরা একটী কথা বলিব ভদ্র লোক যদি রাজ দ্বারে দণ্ডিত হন, তাহাকে যেন বিচারপতিরা বেত্রাঘাত না করেন। ভদ্র লোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কষ্ট নাই।

লেঃ গবর্ণর কর সংক্রান্ত নূতন আইনের একটী পাণ্ডু লিপি প্রস্তুত করিয়া তাহা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার নিমিত্ত ষ্টেট সেক্রেটারির অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। আমরা অদ্য উক্ত পাণ্ডু লিপির সার মর্ম্ম নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। সময় মত এ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করা যাইবে।

১ ধারা। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৫ ধারা রদ হইল।

২। উক্ত আইনের ৬ ধারা এই রূপে সংশোধিত হইবে। ৬ ধারায় এই বিধান আছে। প্রজা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন জমি চাষ কি দখল করিলে তাহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে। কিন্তু কোন দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট কৃষক যদি তাহার কোন দখলী জমি অন্য কাহাকেও জমা করিয়া দেয় তাহা হইলে সে জমিতে শেষোক্ত ব্যক্তির দখলিস্বত্ব জন্মিবে না। প্রস্তাবিত নূতন আইনের দ্বারা এই শেষের বিধানটী রহিত হইল। অর্থাৎ এই আইন দ্বারা এই বিধান হইল যে কোন প্রকার প্রজা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকার জমি চাষ কি দখল করিলে তাহাতে তাহার দখলি স্বত্ব জন্মিবে।

৩। এই ধারায় ৮ আইনের ৫ ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ৫ ধারার কেবল স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র, অন্য কোন প্রকারে রূপান্তর হয় নাই।

৪। যে স্থলে প্রজার বিনা সাহায্যে বা বিনা ব্যয়ে ভূমির শক্তি বৃদ্ধি বা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোন দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজার খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার যোগ্য হয় সে স্থলে আদালত নিম্ন লিখিত প্রকারে খাজানা ধার্য্য করিবেন যথাঃ— (ক) সম শ্রেণীর দখলি স্বত্ব হীন প্রজাদের প্রচলিত খাজানার নিরিখ অপেক্ষা শত করা ২৫ টাকা কমে ধার্য্য করিবেন। যথাঃ কোন স্থানের দখলি স্বত্ব হীন প্রজার খাজানার নিরিখ প্রতি বিঘা ১।০ সে স্থানে দখলি স্বত্বহীন বিশিষ্ট প্রজার নিরিখ এক টাকা হইবে। অথবা (খ) উক্ত প্রজার আবাদী ভূমির মোট উৎপন্ন দ্রব্যের নালিশ উত্থাপনের পূর্ব্বে তিন বৎসরের মূল্য গড় করিয়া যত টাকা হয় সেই টাকার উপর আদালতের বিবেচনা মত শতকরা ১৫ হইতে ২৫ টাকা পর্য্যন্ত খাজনার নিরিখ ধার্য্য হইবে। যথাঃ এক বিঘা জমিতে নালিশ উত্থাপনের পূর্ব্বে তিন বৎসরে মোট ৩০ টাকা ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে প্রতি বৎসর গড়ে ১০ টাকার ফসল জন্মে। এই দশ টাকার উপর শতকরা ১৫ টাকার হিসাবে খাজনা ধরিলে প্রতি বিঘার নিরিখ ১॥০ টাকা ও ২৫ টাকা ধরিলে ২॥০ টাকা হয়।

কিন্তু প্রজা পূর্ব্বে যে খাজানা দিত তাহার দেড়ার বেশী খাজানা বৃদ্ধি হইবে না। উপরিউক্ত হিসাবে এক খানি জমির খাজানা ২॥০ টাকা হয়। কিন্তু প্রজা সেই জমির বাবদ ১॥০ টাকা করিয়া দিয়া আসিতেছে এমত অবস্থায় তাহার খাজানা ২।০ টাকার বেশী বৃদ্ধি হইবে না।

অপর এই ধারার বিধানক্রমে কোন প্রজা খাজানা কমি পাওয়ার দাবি করিতে পারিবে না।

৫। যদি আদালত ৪ ধারার (ক) প্রকরণের লিখিত নিরিখ অথবা (খ) প্রকরণের লিখিত মূল্য সন্তোষ জনক রূপে অবধারণ করিতে না পারেন, তবে তিনি কালেক্টর সাহেবকে নিরিখ কি মূল্য জানিয়া দিতে আদেশ করিবেন। যে পক্ষ কালেক্টরের নির্দ্ধারিত নিরিখ কি মূল্য সম্বন্ধে আপত্তি করে সেই পক্ষের প্রতি অন্য রূপ প্রমাণের ভার পতিত হইবে।

৬। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য ধরিতে হইলে কোন জেলার সাধারণতঃ যে শস্য বেশী জন্মিয়া থাকে তাহারই মূল্য ধরিতে হইবে।

তবে যদি কোন জমিতে সাধারণতঃ যে শস্য জন্মিয়া থাকে তদপেক্ষা বেশী মূল্যের কোন শস্য জন্মে, তাহা হইলে আদালত সে জমির নিরিখ কিছু বেশী ধরিয়া দিবেন। কিন্তু সে নিরিখ সে জমিতে সাধারণ শস্য জন্মিলে উহার যে নিরিখ হইত তাহার দ্বিগুণের বেশী হইবে না। ধানের মূল্য ধরিলে এক খানি জমির ১॥০ টাকা করিয়া খাজানা হয়। তাহাতে খেজুর, কি ইক্ষু উৎপত্তি করিলে উক্ত জমির খাজানা ১॥০ টাকার বেশী হওয়া উচিত, কিন্তু ৩৲ টাকার বেশী হইবে না।

৭। ৪ ধারা অনুযায়ী খাজানা বৃদ্ধি হইয়া গেলে ১০ বৎসরের মধ্যে আর ৪ ধারায় লিখিত হেতুতে

৮। সামিলাত তালুকদার অথবা জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী মৌরসীদার প্রভৃতির খাজানা বৃদ্ধি করিতে হইলে আদালত উক্ত প্রজার খাজনা দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজার খাজনা অপেক্ষা শতকরা ১০ টাকা কমে ধার্য্য করিবেন। যদি দখলি স্বত্ববিশিষ্ট কৃষি প্রজার খাজনায় নিরিখ ৪ ধারা মতে প্রতি বিঘা ১।০ টাকা হয় তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তীর নিরিখ ১৵০ টাকা হইবে।

৯। এই ধারায় বাকী খাজানা আদায়ের সহজ উপায় বিধান করা হইয়াছে। বাকীদার প্রজার নামে প্রথমতঃ কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। কলেক্টর সাহেব দুই মাসের অনধিক একটী সময় নির্দ্ধারিত করিয়া প্রজার উপর এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারি করিবেন যে হয় সে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার বাকী খাজানা আদায় করে আয় নয় কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপত্তি দর্শায়। যদি প্রজা উপস্থিত হইয়া আপত্তি দর্শায় তাহা হইলে কলেক্টর সাহেব প্রজার নিকট হইতে দাবির টাকা অথবা উহার উপযুক্ত জামিন লইয়া মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ করিবেন। যে ব্যক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকট খজানা আদায়ের নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছিল সে যদি ছয় মাসের মধ্যে উক্ত বাকী খাজানার বাবদ দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত না করে তাহা হইলে প্রজা আমানতি টাকা ফেরত অথবা জামিন রহিত করিয়া লইতে পারিবে।

যদি কোন প্রজা নোটিসের লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার দেয় খাজানা আদায় না করে অথবা কালেক্টরের নিকট উপস্থিত না হয় তাহা হইলে দাবির টাকা ডিক্রী হইবে এবং উক্ত ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ন্যায় গণ্য হইয়া ৮ আইনের বিধান মত জারি ইত্যাদি হইতে পারিবে।

যুদ্ধ সম্বন্ধে এখনও কিছু স্থির হয় নাই। যাহাদের হস্তে এই গুরুতর বিষয় নিষ্পত্তির ভার অর্পিত হইয়াছে তাহারা কি করিতেছেন তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে যে রুশিয়া এত দূর স্বীকার পাইয়াছেন যে তাহারা বলগরিয়া অধিকার করিবেন না। সুইজারলাণ্ড কি বেলজিয়াম যে হয় বলগরিয়া অধিকার করুন তাহাতে রুশের আপত্তি নাই তবে উহা তুর্কির সুলতানের অধিকারে কখন থাকিতে পারিবে না। কিন্তু সুলতান বলিতেছেন যে তাহার রাজ্যে তিনি অপর দেশীয় কাহাকে প্রবেশ করিতে দিবেন না। তাহাদের রুশ বলিয়া আপত্তি নাহি, বলগরিয়ায় অপর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। তুর্কিরা যুদ্ধের নিমিত্ত অহোরহ উদ্যোগ করিতেছে এবং বিস্তর আয়োজন করিয়াছে। রুশদিগের বিশ্বাস যে সভার দ্বারা কোন মীমাংসা হইবে না এবং তাহাদের ইচ্ছাও যে মীমাংসা না হয়। তাহারা মুখে বলিতেছে যে বলগরিয়াতে যে ইচ্ছা সেই যাউক তাহাতে তাহাদের আপত্তি নাই কিন্তু কার্য্যে সেরূপ ভাব দেখা যাইতেছে না। তাহারা বলগরিয়া বাসীদিগকে বলিতেছে যে রুশেরা তাহাদের দেশ অধিকার করে তাহারা এই রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করে। রুশদিগের ইচ্ছা যে ইংরেজদিগের সঙ্গে তুর্কি লইয়া একটী বিবাদ বাধে। কিন্তু তাহারা এই রূপ করিয়া বিবাদ বাধাইতে ইচ্ছা করে যে সকলে জানুক যে ইংলণ্ড বাধ্য করাতে রুশিয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। তুর্কির গোলযোগ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত রুশেরা এই যত্ন করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও কয়েকবার তাহারা এই রূপ যত্ন করে। ইংলণ্ডের অসীম সহিষ্ণুতা গুণ, এই নিমিত্ত রুশিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সভাতে বোধ হয় সেই কৌশল খেলিবে রুশিয়া তাহারই ইচ্ছা করিতেছে। রুশিয়া জানিতে পারিয়াছে যে তুর্কিদিগের যেরূপ মনের ভাব তাহাতে বলগরিয়াতে রুশেরা গেলেই তাহারা কেবল আপত্তি করিবে না, সেখানে তাহারা কাহাকেও যাইতে

THE AMRITA BAZAR PATRIKA

CALCUTTA, THURSDAY DECEMBER 21, 1876

Elsewhere we publish a draft of the proposed rent bill prepared by His Honor the Lieutenant Governor and submitted to the Secretary of State for sanction to introduce it into his Council. We shall say our say on the subject in a future issue.

———ooo———

The Government has at last declared in a Resolution that appointments of the rank of the Assistant Conservator of the 3rd grade with a salary of Rs. 250 per month are open to the natives of the land. We hope the Government will act up to its resolution and not lay it by as a dead letter. We had plenty of professions before, but now we want actual deeds and not words. There are several native gentlemen who might fill up these posts with honor, and among others we may mention the name of Babu Akhya Kumar Chatterjee, who has been serving in the Forest Department for upwards of seven years. He had already had temporary executive charge of the Lower Assam—one of the most important divisions – for six months, and discharged his duties to the satisfaction of all. By promoting such an officer, Government will only do bare justice to one of its most faithful and deserving servants.

——ooo——

In noticing the Rajshye dog-case, we inadvertently made one or two mistakes which we hasten to correct. We said that when Mr. D'oyley hurt the boy Rajchander with his badminton bat, the Judge of the distict was present in the playground. The court registers would however shew that he was at court at the time. In fact it seems that Rajchander made a mistake in fancying some other Englisnman to be the Judge. The other mistake was the printer's. We were made to say that Rajchander was sentenced to three month's imprisonment, whereas he was incarcerated for three weeks. *Apropos* of this subject we may mention that Mr. D'oyley has become somewhat uneasy since the publication of our last article. He is trying hard to get a certificate from the Doctor who saw and treated Rajchander making light of the hurt. We hear that he has already managed to have such a certificate. But the scar on the boy's head is ample evidence of the severity of the wound.

——vo——

While vernacular education has made such rapid progress in India, it is somewhat surprising to find that the Singhalese language is yet in a most wretched condition. And what is still more surprising this state of affairs is due to want of good school books in Ceylon. The Government it seems has hitherto held out very small encouragement towards the promotion of the vernacular education of the island. The Singhalese youths have to depend solely upon books which have been prepared by some Christian Missionaries. These books are curious productions. Their language is not idiomatic, the scenes depicted in them are entirely English, their orthography is not grammatical, while no one who learns out of these books can read the Singhalese classical works, even by rote. The Missionaries have also taken some unwarrantable freedom with the Singhalese tongue. They have excluded some of the letters from the alphabet, and have thus rendered it defective. At a recent meeting of the Legislative Council of the Ceylon Government, the two native members, the Hon'ble Mr. Alwis and the Hon'ble Sir Coomara Swamy made admirable speeches on the subject of the vernacular education, and strongly urged upon Government to take immediate steps in connection with it. At last it was settled that for obtaining good vernacular books, prizes should be offered for the best translations It was distinctly told however, that Government would not stipulate for useless, tiliteral and unmeaning translations. The European ideas should be conveyed by reproduction in an entirely native dress with native ideas and in native idiom. Sir Coomar Swamy took this opportunity of praising the native press for which he deserves well of the country.

——oo——

The Judge of Gya had a narrow escape from the hands of an assasin. A correspondent writes us :—

"You and your readers are no doubt familiar with the name of our Judge Mr. J. F. Bignold. At about 4 P. M. while yet the Judge was holding his court, a man came all on a sudden with a Gandasa (a sort of battle-axe) in his hand, abusing the Judge and attempted to rush into where the judge sat. Accidentally and, indeed, fortunately for the judge, a peon happened to cast his eyes upon the man thus approaching and with a piece of stone he could lay hold of, began to frighten him from entering in. Although the doors of the court-house were open they had strong wooden barriers of about a yard high which as well as the peon's admirable bravery prevented his entrance and made the man recede a little. When the peon first saw the man he began to cry aloud, looking towards the judge, "Fly" "Fly" "run for safety" &c. The judge instantly got up and shouted out "shut the doors, shut the doors" &c. and himself began to move about for his safety. At last, he could take shelter in the adjoining room, the pleaders then present at the Ejlas followed him and they shut up all the doors. In the meantime, the doors of the court-room were all closed by the peons. Unable to effect his entrance the man took a round and ran towards the other side of the court-house, perhaps with a view to see if he could find any of the doors open; and when running he was met by many who had nothing in their hands, but he hurt none, although he could have very easily done so. Finding none of the doors open, he struck upon one or two with his weapon to try if he could break open any. Fortunately for our judge he failed therein too. Now, perhaps, the thought crossed his mind as to how to save himself. He began to move on with slow steps brandishing the weapon he held in his hands. Hundreds of men crowded, but none dared disarm the man or catch hold of him; on the contrary, every one began to fly hither and thither at random for his life. The pleaders, the Amlas, and the Mukhtars were all seized with a sudden panic. Some ran towards the Post Office and other safer places close by, while others shut up the rooms they were in. While yet the man was moving in the way described, there was a sudden rush of men into the room where, our sub-judge held his court, giving alarm that the man was approaching. The sub-judge and the pleaders present in his court were put out of their wits and began to move at random, some attempting to go under the table, some jumping upon it to get at some safer places, some rushed into this room and some into that. But, in fact, the man never made the attempt to enter the Subjudge's Court which he could have easily done as the leading door was open. At last, several men ran towards the man with long pieces of bamboos in their hands who now began to hurry his steps. Shortly after, he commenced running but was pursued by the whole crowd, and, perhaps with a view to facilitate his escape, threw off the weapon and ran with greater speed. He was however, as could be expected under the circumstance, soon overtaken and brought along with his weapon to the Judge. We are happy to note that not a single man was hurt. The Judge ordered the man to be taken before the Magistrate, and on being asked by the latter what made him to attempt so wicked and daring an act, he replied that he brought a complaint before the Judge and as he did not obtain redress, he made the attempt. We heard at first that the man was of unsound mind and we laughed away the matter. In fact, this was the reason why this communication to you has been delayed. But after a careful examination, the Civil Surgeon of the station has reported that the man is of sound mind but "is addicted to Ganja smoking and spirit drinking." The Judge went over personally to the Joint Magistrate's Court, perhaps to suggest that a thorough and sifting inquiry be made into the matter, and certainly, such an inquiry is needed at once. The Joint Magistrate, we hear, is very busy about it. The result will be communicated to you in time.

———ooo———

THE DEFEAT OF SIR STUART HOGG.—In an evil hour for Sir Stuart Hogg, did Sir Richard Temple conceive the idea of an elective municipality for Calcutta. Sir Stuart had not once experienced a defeat; his career had been one continuous triumph however achieved. Sir Richard's new municipal conception was the prologue to a chapter of defeats for Sir Stuart. It was cruel in Sir Richard to charge Sir Stuart himself with playing out the prologue. The chapter of defeats was entered upon. At the very first meeting of the new corporation, over which he presided, Sir Stuart sustained a defeat. And on Thursday, the 14th December, at 6-50 p. m., followed his crowning defeat. Mr. Wilson was acquitted. We will give the verdict of the jury in their own words: "That while disapproving of the language of the articles, the jury are unanimously of opinion that the lax but in no way dishonest manner in which the election of the 13th September was conducted, gave sufficient color of unfairness towards the defendant to lead them to the conclusion that the defendant wrote those articles in good faith. The jury, therefore, find him not guilty on both charges." The verdict has given universal satisfaction; of course, when we say this, we take no note of the reflection of faithless mirrors of public opinion, or of the deliverances of puppet patriots, interested statesmen, and aristocrat Englishmen.

As the jury put it, the question no longer is, whether the opinion expressed by Mr. Wilson, is defamatory, for defamatory it is found to be, nor whether the opinion is true, for untrue it is found to be, and so far Sir Stuart's friends have no ground for complaint, but whether the opinion was expressed in good faith, that is, with due care and attention. An opinion respecting the public conduct of a public officer in the discharge of his public functions, albeit *defamatory* and *untrue*, is, under the Penal Code, *privileged*, provided it is expressed in good faith. And the jury had to consider whether Mr. Wilson had expressed the opinion in good faith. Now the *law* provides, not Mr. Justice White with whom fault has been found for the ruling, that, in the case in hand, good faith is to be presumed, and the contrary must be proved in order to a conviction. Well, the only argument adduced on behalf of the prosecution to show that Mr. Wilson had not exercised due care and attention, in expressing the opinion, was that he had not made any enquiries of Sir Stuart Hogg, or of Mr. Turnbull, or of any one else within the knowledge of either, before writing the articles. Now Mr. Wilson states certain facts as the basis of the opinion. Were these facts substantially proved at the trial, or were they not? If they were, as, it must be admitted, they were, the ommission with which Mr. Wilson is charged, was not a fatal ommission. Mr. Wilson had before him, what, with the prosecution sense of due care and attention, he could have had, namely, facts. Unless, therefore, we credit him with a superhuman faculty of guessing at facts, we must presume he exercised due care and attention in arriving at his facts, although he might not have exercised them in the particular channel suggested by the prosecution.

The question, therefore, remains whether the facts he had before him, give sufficient color to the opinion based upon them. The jury are unanimously of opinion, they do; Sir Stuart's friends contend they do not. We must, therefore, overhaul the facts Mr. Wilson had before him. We will give them as nearly as possible, in the words of the witnesses for the prosecution. I. Mr. wilson generally opposed Sir Stuart Hogg in official matters. Whatever Sir Stuart proposed, Mr. Wilson generally opposed. II. 143 voting papers were signed on behalf of Mr. Wilson (the article gives the number as 142) they were tendered to the polling officer. 110 votes were recorded for Babu Ramcanto Sen in all by the polling officer (the article gives the number as 112). Sir Stuart Hogg returned Baboo Romacanto Sen as head of the poll, and Mr. Wilson as second. III. The poll opened at 9 O'clock. The polling officer arrived at the Town Hall, at about 8-30. About 5 minutes after, Baboo Subaldas Sen came with a packet of papers for Babu Romacanto Sen, when the polling officer gave him his card numbered 1. About 10 minutes to 9, Baboo Romanath Dutt presented a packet for Mr. Wilson, when the polling officer gave him his card numbered 2. At 9, the polling officer called the first Babu, and and told him to go with his papers to the assistant polling officer, upon which the officer commenced to register the votes. These were recorded first, before any votes were taken on Mr. Wilson's behalf. There was double voting. Under a notification, where voting papers are allowed to remain in possession of two candidates, the voting paper first delivered to the polling officer will be accepted, and any subsequent voting paper tendered will be refused., 35 of Mr. Wilson's votes were rejected, because they had previously been accepted for the Baboo. IV. Three of Mr. Wilson's votes were rejected because they were tendered by members of a joint Hindoo family, and only one of the four members was allowed to vote. These four men had been allowed to vote separately at the first election. We need not go into further details. We have gleaned certain facts from the evidence for the prosecution, and it will be admitted that they were accessible to Mr. Wilson, before he wrote the articles, without any reference to Sir Stuart or to Mr. Turnbull. His personal experience, Sir Stuart's notifications, the counterfoils in his possession, the testimony of those who were present at the poll on his behalf, the evidence of some of the electors, were sufficient to put the facts before him. Well, we have now to consider whether these facts give a color to the opinion based on them. With the first fact before him, Mr. Wilson might be excused for presuming, in the light of the philosophy of ordinary human nature, that Sir Stuart did not wish to see him a member of the new corporation. While this presumption crossed his mind, Mr. Wilson found that Sir Stuart had returned Baboo Romacanto Sen as head of the poll notwithstanding that 143 votes had been tendered on his own behalf, and only 110 on behalf of the rival candidate. Mr. Wilson might be excused, if he felt quite startled at what presented itself to him, as a grave mystery. Then, when as a probable key to the mystery, he found that the polling hour had virtually been anticipated, and that his opponent had reaped the benefit of the rule for the disposal of duplicate votes, not because his agent had been in the eye of the law, first present at the poll, for both the agents were present at the poll, at the legal hour, but because he had virtually been allowed to tender his votes 25 minutes before 9. In other words Mr. Wilson lost the day, because the law was not observed, and he was not bound to presume that the law had been similary violated on all occasions, but rather the contrary. He found further that certain votes which, as a matter of fact, had been accepted at the first election, when they were tendered on behalf of another candidate, were rejected at the second election, when they were offered on his behalf, and he was not bound to presume that a mistake had been committed in the first instance, but rather the contrary. Well, take the presumption that Sir Stuart did not wish to see Mr. Wilson a member of the new corporation, the fact that Mr. Wilson was not returned, though apparently he had gigantic odds with him, and the circumstances that a rule was violated, and a tacit ruling upset, to his disadvantage, and judge whether or not sufficient color is given to the opinion expressed. There cannot be two opinions on the subject, and we are surprised that there have been.

Well, we have done with the case of the individual Sir Stuart Hogg *versus* the individual Mr. James Wilson. We read in it a deeper *casus belli*. Sir Stuart has been described by a contemporary as the embodiment of the policy of irresponsible rule. We will call Sir Sturt the apostle of irresponsible rule, and Mr. Wilson, the apostle of constitutionalism. The antagonism between the two has been the antagonism of principles rather than of individuals; and in congratulating Mr. Wilson on his triumph, we congratulate him not so much on his triumph as an individual, but on the triumph in his person, of a principle, for, as Mr. Wilson truly said in the stirring preamble to his defence, "inviduals are here but for a generation, principles of law are all abiding."

———ooo———

THE NAWAB NAZIM OF BENGAL:—This illustrious personage, whose ancestors once ruled Bengal with sovereign powers, and to whom the English owed the fairest Province in India, is now residing in England like a common individual, supporting himself, it is said, by pawning his jewels and clothes. Of course the British Government paid him a personal stipend regularly, but accustomed to live like a Prince from his birth, he found it very hard to keep his body and soul together with this allowance, and the result was that he became hopelessly involved in debts. The Nawab is a pensioner, and as such, a burden upon society. He does nothing. He is not required to exercise the energy of a land-lord, or even a land-holder to realize his monthly income; he sleeps and his pension comes regularly enough. What a severe task to those who dole out a large sum to him every year, so much money thrown upon a bauble, a thing not only useless but positively mischievous. The British Government however, can not speak in the same way regarding

Nawab-Nizam of Moorshidabad. They were bound by sacred ties of gratitude and obligation to watch over the welfare of this House. And yet to the discredit of the English nation, how shabbily has the Nawab been treated by them! It was to protest against the unjust encroachments of the Indian Government that the present Nazim went to England, and though he left no stone unturned, the redress he sought for was never obtained by him. He spent money like water, bribed many Englishmen supposed to have influence with Government, purchased half a dozen Newspaper Editors, and all that he got for all these were insults at the hands of the late Secretary of State and his subordinates, and an impoverished purse which was however never heavy. The persistent agitation of the Nawab gave so much offence to the English Government that the usually cool-headed Under-Secretary Lord Hamilton lost his temper and said in open Parliament that "with regard to the Nawab, it was impossible to say what might happen in the future; but this he could say—that the present Secretary of State for India so long as he was in office, could never consent to any such proposal as that which the honorable member for Fensbury had moved. If the Nawab should by his pertinacity and by continually airing grievances which did not exist succeed in getting an "impartial tribunal" to hear his case, he and his family would never cease from that day to rue the steps that they had taken." What Lord Hamilton meant by the above threat was, that if the case of the Nawab were examined by an impartial tribunal, it would be found that "the stipend he now enjoyed was secured to him by no treaty, by no guarantee, and by no compact." If so, why was then the prayer of the Nawab rejected, for he too foolishly prayed for an impartial tribunal. Lord Hamilton further said that the claimant was no hereditary Nawab, that he was created so by the British Government. But must you therefore break your engagements with him? The English no doubt helped his forefathers to obtain their title and position, but was that a disinterested service done? The British rendered them some service, but they on their part were required to betray their master, their co-religionists, and their country. His Lordship said "the battle of Plassey having been fought, Clive made Meer Jaffier, Nawab of Bengal." One historical fact Lord Hamilton forgot. If Meer Jaffir had remained staunch and faithful, Bengal would have perhaps remained independent up to this time, and the Mahrattas would have driven the English from the country. It was Meer Jaffir alone who placed the key of India into the hands of the English. It was not that the English made Meer Jaffir the Nawab of Bengal, but Meer Jaffir made the English what they are, the Emperors of India. And the descendant of such a benefactor of the British nation, the present Nawab, is now looked upon by them as a useless nuisance! In the battle of Plassey, Serajdowlah was no doubt worsted by the English, but Bengal was not conquered by them by this victory. Bengal was not conquered by force of arms but diplomacy—a diplomacy in which honor and honesty had no place. After Serajdowlah, Meer Jaffir was raised to the throne, the English only demanding money and some other advantages for the service done to the Nawab. The English were allies then, afterwards they became servants, and undertook to collect the revenue for the Nawab. The administration of criminal justice all along remained in the hands of the Nawab, and it was only at a later period that the Nawab was deprived of his powers without any explanation whatever. But no sooner were the revenues of the country secured than the servant became the master. And the English people say that the Nawab and his family will repent for airing their grievances which did not exist. Mysterious are the ways of Providence!

But let that go. The present Nawab, as we said, became hopelessly involved in debts. Whether it was his own doing or he was the unconscious creature of a combination of circumstances over which he had no control, the disgrace of the descendant of one of the most renowned houses in India cannot but excite feelings of sympathy in the minds of all. That the English Government indirectly helped the Nawab in his course of reckless extravagance cannot be reasonably denied. They were fully cognizant of the fact that he had fallen in bad hands, and that he is sinking more and more till it will be utterly impossible for him to rise again. They saw with utter indifference the disgrace and degradation which stared him in the face, and the complete ruin which awaited him at no distant date. One would think that as immensely benefitted by his ancestors, it was the sacred duty of the Government to save the Nawab from his embarassed condition, but he was allowed to run into debts till his case became desperate. His creditors began to clamour, some got decrees against him, while others attached his properties. At last when the cup of Nawab Nazim's misery was full, the Government's sense of duty was roused and it hastened to take such steps in relieving its "friend" from embarrassment as it deemed proper. A Bill was introduced into the Governor-General's Council with the view of providing for the settlement of the Nawab Nazim's debts, and incapacitating him from contracting similar liabilities for the future. The Bill became a law and was styled the Act XVII. of 1873.

The main features of this new Act may be enumerated here. The Governor General in Council was empowered to nominate a Commission for the purpose of enquiring into the several claims brought against the property of the Nawab Nazim, and deciding upon their justice. His Highness was incapacitated from entering into any contract which might give rise to pecuniary obligation on his part, and no suit was to be commenced or prosecuted against his person or property without the consent of the Governor-General in Council. Accordingly, in January 1874, the Governor-General in Council, in the exercise of the powers conferred upon him by this Act, appointed a Commission of three members.—Mr. Beaufort of the Bengal Civil Service; Lieutenant Colonel Paterson, and Nwab Ameer Ali Khan. Now in a matter like this, Government ought to have appointed the best men available in the country, but neither Mr. Beaufort nor the newly dubbed Nawab were fit persons to be entrusted with such onerous duties. As to the Lieutenant Colonel, he is scarcely known in the country. These persons may be in very good odour with Government, but the people have scarcely any faith in them. And the result of their labours which have been just completed and published in the *India Gazette* amply testifies to our assertion. Government is no doubt very much pleased with what has been done by the Commissioners, and in recognition of their services has granted Mr. Beaufort from the Nizamut Fund an honorarium of 10,000 Rs. and created Mooshee Amir Ali a Nawab, but from private enquiries we learn that their decision has neither satisfied the Moorshidabad family nor the parties who preferred claims against them. The Nizamut family contend that they have been unjustly deprived of all their private jewels and properties, while the creditors complain that they have not got what was legally due to them. Indeed one cannot close his eyes to the startling fact that out of claims in this country aggregating Rs. 52,14,981, the Commissioners disallowed Rs. 37,91,8s 6, and only consented to pay Rs. 14,23,792. This decision of the Commissioners is certainly favorable to the Moorshidabad family, but it hardly redounds to the honor of that family to deprive so many individuals of their claims. It is no doubt true that the people who trade upon a Prince's improvidence take good care to secure themselves against such accidents, but to reject nearly three-fourths of their claims is on the very face of the matter unjust. There is another fact which is also sufficiently suggestive. While the English claimants were paid in full, the claims of the natives were either disallowed or partially admitted. We shall cite a few instances. Of the nine Englishmen, Mr. Robert Health claimed £6 2s 6d for goods sold and the award given was £6 2s 6d; Mr. H. Hart claimed £132 19s and the same amount was decreed. So were the cases with Messrs. Howell, James and Co, Messrs. Barker and Co, Messrs. J. Macnee and Co, who sold goods to the Nazim. Let us now take the cases of native tradesmen. Mirza Nawab claimed 1000 Rs. for goods sold, his claims were rejected; so were those of Waziran Bibi, Ashakr Khan, Amiran nissa and many others. Mr. R. Morris claimed £3,922 for money lent, and the whole amount was awarded to him; while Rai Luchmipat Sing Bahadoor got two lakhs out of seven lakhs and eighty seven thousand rupees claimed, and Roy Dhunput Sing Bahadoor six laks out of fifteen laks of rupees.

The published report of the Commission discloses some further startling facts. No less a sum than £6,538 170s 6d was paid at various times for "newspapers and literary services" to the London press. Mr. Maddick "on account of *Court Circular*" in the course of 7 months, received at least £1,950. Mr. T. G. Bowles of the *Vanity Fair* was given £40 "as a donation in acknowledgment of the publication of a likeness of the Nawab Nizam;" and a month later the proprietors of that entertaining sheet were handed a further cheque for £100. An upholster, Neale, charged £25 for acting "as a medium with the proprietors of the *Graphic* for the purpose of obtaining the insertion in that paper of an article upon the Nawab Nazim." The *London Scotchman* accepted as petty a sum as £10 10s and was only surpassed by the manager of the *Cheltenham Chronicle*, who was in plain words "paid" £10 "for the insertion of an article. Most of the papers however, throw some sort of veil round their proceedings and give their receipts as for copies of their valuable organs; for instance, the *Civil Service Gazette* received £52 for 2,000 copies of the paper; the *Period* £37 for 2,000 copies. £31 19s were paid to Messrs Braton and Pendry "to write and publish through various sources the particulars of the Nawab Nazim's claim, and the cause of his visit to England". Mr. Taylor only seems to have received £10 for his pamphlet on *Indian Reform*, as he handed over the balance £39.2s 6d to the printers, who must have found the job more profitable than the author. The cost of publishing the "Empire of Asia" is set down at £910 13s; besides this Mr. Blanchard Jerrold received £110; Mr. Mowbray Walker £130; Major Evans Bell £275; Mr O. Berine £250, and there were "some smaller sums to other persons for what is termed litrary services." These facts are quite edifying, especially to us natives, who are so obtuse in their sense of morality.

—ooo—

AN IMPORTANT PUBLICATION:—We are very glad that Babu Degumbar Mittra C. S. I. has at last openly acknowledged the authorship of the articles which he contributed to the *Hindu Patriot*, on the subject of the origin of the epidemic fever that has spread desolation almost throughout Bengal, and reprinted them in the shape of a pamphlet which will be of great use to the public and the authorities. The articles were also reprinted in the form of a book in 1873, but the author from a feeling of delicacy did not disclose his name then. It has been, however, very rightly suggested to him that the facts on which his theory is based, having been searched by out himself, they ought to be stamped with his individuality, inasmuch as anonymous publications do not carry that weight which the disclosure of the identity of the investigator does. He has therefore been induced to drop the anonym and to come forward in *propria persona*.

The epidemic fever has baffled science, government, and common sense. It broke out 15 years ago and is still as prevalent as ever. Cholera, small pox, dengue and so forth rage for a time and then disappear, but this dreadful scourge has been raging for years together with equal fury. The epidemic is not a stranger or a new comer in Bengal. Pegus say that the Sunderbans were once thickly populated, and the fever extirpated the inhabitants. We know how Gour, the ancient capital of Bengal, now the abode of wild animals, was depopulated. Sreenagore in Nuddea and Mamoodpore in Jessore once flourishing towns were likewise deserted. In later times, Gudkhalee, Chanchara, Naldanga and Goreebpore in Jessore; Santipore, Ula, Kanchapara, Halishahar and Chogda in Nuddea; Culna, Goopteepara, on the other side of the Bhagiruttee, and many populous towns and villages in Burdwan were decimated by the fell disease. At present it is raging with virulence in some of the fairest tracts of Bengal —— tracts which were before preeminently noted for salubrity. The question is where will it end? Will it ever end, and what means have we at our disposal to check the ravages of the destroyer? Has Government done all it could to stay its progress? It fairly confesses itself beaten. At one time there was a crusade against rank vegitation, and though vegitation suffered, the suffering of the people did not abate. The Commission appointed in 1864 to discover the cause of the epidemic did one service no doubt. It gave Babu Degumbor Mittra, the native member of the Commission, an opportunity of advancing a novel theory. The native member after extensive observation and mature thought came to the conclusion that the obstruction of the natural drainage of the country was the sole cause of the epidemic But this theory had one great obstacle in the way of its being accepted, viz., it was propounded by a native and layman. So it did not meet with much favor from Government. But Babu Degumbor was not to be discouraged. He saw truth, or fancied he saw truth before him, which, when made known and acknowledged, would be decidedly the greatest boon that could be conferred upon the people of Bengal. He thought he had made a great discovery, and not discouraged by the neglect of Government he began to collect facts on his own account. Wherever there was epidemic he was thither in person to test the theory. He cared not for money or time. He travelled from village to village, from district to district, and the result is, a vast collection of facts in confirmation of his theory. Babu Degumbor's theory has one advantage—it is founded upon facts. He has suceeeded in shewing that wherever there is no free passage for water, there is epidemic fever; that on the sudden removal of the cause, the effect has ceased altogether, and the sudden obstruction of drainage has been invariably followed by the occurrenee of the fever. The facts are before the public, and the clear duty of Government regarding this momentous matter is either to disprove the facts, or admit the theory. The theory has been supported and approved by the *Indian Medical Gazette*, the best authority on the subject. We ourselves had one occasion the satisfaction of testing the drainage theory. Gudkhalee once an important village, was depopulated by the epidemic fever. We learnt on enquiry that immediately before the outbreak of the epidemic, the Khal which carries the water of the place, was closed by a European who had an Indigo Factory there. The immediate result of this foolish measure was an excessive dampness of the soil and the breaking out of the fearful epidemic. All things considered, the Government ought to appoint a Commission to test the correctness of the drainage theory. Babu Degumber Mitter's book before us ought to be translated into Bengalee and distributed all over the land.

Since writing the above, we learn with much pleasure that Sir Richard Temple has expressed his willingness to appoint a Commission to investigate Babu Degumbar's drainage theory. The present Lieutenant Governor has already laid the nation under deep obligation by many of his good acts, and his action in the matter in question is likely to endear him still more to the people of this country.

—ooo—

Official.

Draft of a Bill to amend the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869.

Whereas it is expedient to amend "the Landlord and Tenant Procedure Act, 1869;" It is enacted as follows :—

1. Section 5 of "The Landlord and Tenant Procedure Act, 1869," is hereby repealed, save so far as regards any suit which may be pending at the time of the commencement of this Act.

2. For section 6 of "The Landlord and Tenant Procedure Act, 1869," the following section shall be substituted :

Every ryot who shall have cultivated or held land for a period of twelve years shall have a right of occupancy in the land so cultivated or held by him, whether it be held under pottah or not, so long as he pays the rent payable on account of the same, but this rule does not apply to *khamar, neej jote,* or seer land belonging to the proprietor of the estate or tenure, and let by him on lease for a term or year by year. The holding of the father or other person from whom a ryot inherits shall be deemed to be the holding of the ryot within the meaning of this section.

3. Save as provided in the next succeeding section, ryots having rights of occupancy, but not holding at fixed rates as described in sections 3 and 4 of "The Landlord and Tenant Procedure Act, 1869," are entitled to receive pottahs at fair and equitable rates. In case of dispute, the rate previously paid by the ryot shall be deemed to be fair and equitable, unless the contrary be shown in a suit by either party under the provisions of this Act.

4. When a ryot having a right of occupancy is liable to an enhancement of the rent previously paid by him on the ground that the value of the produce or the productive powers of the land have been increased otherwise than by the agency or at the expense of the ryot, the Court in which a suit may be brought against the said ryot for an enchancement of rent shall either

(*a*) enhance his rent to such amount as shall be less by twenty-five per centum than the prevailing rate of rent payable by ryots of the same class not having a right of occupancy for land of a similar description and with similar advantages in the places adjacent ; or

(*b*) enhance his rent to such amount as shall not be less than fifteen nor more than twenty-five per centum (according to the discretion of the Court) of the value of the gross produce of the land cultivated by the said ryot calculated on an average af three years next before the institution of the suit :

Provided that no rent shall be enhanced, under the provisions of this section, by an amount exceeding fifty per centum of the rent previously paid by the defendant in the said suit.

Provided also that no ryot shall be entitled to claim under the provisions of this section, any abatement of the rent previously paid by him.

5. If the rate mentioned in clause (*a*), or the value mentioned in clause (*b*), of the last preceding section cannot be ascertained to the satisfaction of the Court, the Court may call upon the Collector in whose jurisdiction the lands are situate to certify the said rate or value to the Court, and the rate or value so certified shall be deemed to be *prima facie* correct, and the burden of proving its incorrectness shall lie upon the party who disputes it.

6 In estimating the value of the gross produce, the calculation shall be made on the ordinary staple crops of the district.

When the land is cultivated with crops of more valuable description than the ordinary staple crops of the district, it shall be liable to an additional assessment not exceeding twice the maximum enhanced rent which might be fixed by the Court if the land were cultivated with any of the ordinary staple crops of the district.

illustration.

The land in respect of which the enhancement suit is brought is cultivated with sugarcane. If the same land were cultivated with rice, the annual value of the gross produce calculated on an average of three years next before the institution of the suit, would be Rs. 100, and the Court, in case of an enhancement suit, might fix the rent at twenty per centum of the said value, viz. Rs. 20. The rent of the land in respect of which the enhancement suit is brought may be fixed by the Court at an amount not exceeding Rs. 40.

7. After a decree has been passed under section four, no suit shall lie against the defendant for re-enhancement of his rent on the ground mentioned in the said section until the expiration of ten years from the date of such decree.

8. When a suit for enhancement of rent is brought against a dependent talookdar or other person possessing a permanent interest in land intermediate between the proprietor of an estate and the ryot, whose rent is not determined by special agreement or by the circumstances of the tenure, and is not exempted from liability to enhancement under the provisions of sections 16 and 17 of "The Landlord and Tenant Procedure Act, 1869," the Court shall enhance the rent to such amount as shall be less by ten per centum than the enhanced rate of rent to which a ryot having a right of occupancy and holding land of similar description and with similar advantages in the places adjacent would be liable under clause (*a*) of section four.

9. On the application of the person to whom the rent is payable that arrears of rent are due to him from any ryot, the Collecter in whose jurisdiction the lands are situate may cause a notice to be served personally, if practible, on such ryot, requiring him to pay the arrears due, or to appear before the Collector, within a time to be specified in the notice, not exceeding two months from the date of the service thereof. If the ryot shall appear in accordance with the notice and shall dispute the correctness of the demand, the Collector shall, on the ryot depositing the amount claimed, or furnishing adequate security for the satisfaction of the demand, refer the parties to the Civil court. If the person who has made application to the Collector does not institute a suit for the said arrears in the Civil Court within six months from the date of the reference made by the Collector, the ryot may withdraw the amount deposited, or cancel the security, as the case may be.

If the ryot does not pay the arrears due, nor appear before the Collector within the time specified in the notice, the amount claimed shall be deemed to be due as if a decree for the same had been passed by a Civil Court in a suit in which the ryot was the defendant, and the Collector may issue process of execution in the manner prescribed by the Landlord and Tenant Procedure Act 1869, for the execution of decrees by a Civil Court.

If for any reason the notice cannot be served personally upon the ryot, it shall be affixed at his usual place of residence ; or if he have no such place of residence in the district in which the land is situate, the mode of service of such notice shall be by affixing it at the mal cutcherry of such land or other conspicuous place thereon, or at the village chowree or chowpal, or at some other conspicuous place in the village in which the land is situate.

10. This Act shall be read with, and taken as part of, The Landlord and Tenant Procedure Act, 1869.

SCRAPS AND COMMENTS.

Peter the Great is said to have left the following will to his descendants. It will, we doubt not, be read with interest by our readers :—

The great God from whom we hold our existence and our Crown (having constantly enlightened us by his light and upheld us by his divine support) permits me to regard the Russian nation called in the future to the general dominion of Europe. I base this idea on the state of decay at which the European nations, for the most part, have arrived or are arriving in rapid strides—it follows then that they ought to be easily and undoubtedly conquered by a young and new nation when the latter has attained all its strength. I look upon the future invasion of the countries of the West and tho East by the North as a perodical movement ordained in the plan of the Providence who has thus regenerated the Roman people by the invasion of the barbarians. These emigrations of the Northmen are like the overflowings of the Nile, which at certain epochs come and enrich the impoverished land of Egypt. I have found Russia a river, I leave it a flood. My successors will make it a great sea, destined to fertilize impoverished Europe.—jnai trove la Roussie *reviere* je laisse *fleuve,* mes successeurs on feruont une grande *mer* destinee a fertilifer l' Europe appauvrie—and if my descendants know how to direct her course, her wave will overflow in spite of all dykes any feeble hands can oppose to her. This is why I leave them the following directions. I recommend them to their constant observation and attention.

I. Maintain the Russian nation in a continual state of war in order to keep the soldiers warlike and ready. Allow them no repose but for ameliorating the finance of the State. Recruit the army, choose the most opportune moment for attack, and thus make peace to serve war, and war to serve peace, in the interest of the aggrandisemont and growing prosperity of Russia.

II. By every possible means call, from the most learned people of Europe, captains during war and savants during peace, so that the Russian nation may profit by the advantages of other countries without any loss to herself.

III. On every occasiou, take part in affairs and disputes of Europe, whatever they may be, and above all in those of Germany, which being nearer interests us more directly.

IV. Divide Poland by raising continual jealousies, gain the most powerful by gold, influence the Diets, corrupt them in order that you may have influence in the election of their kings to promote the nomination of the partisans of Russia. and to protect them make the moskovite troops enter the country (for temporary purpose) until they can remain there altogether. Should the neighbouring powers oppose difficulties, quiet them for the moment by dividing the country with them, until able to take back what has been given.

V. Take all you can from Sweden, and know how to make her attack you so that you may have pretext for subjugating her. In order to do this isolate her from Denmark, and Denmark from Sweden, and foment with care their rivalry.

VI. Take always the wives of the Russian Princes from among the German princesses for multiplying family alliances Approaching their interest, and even join Germany to our cause in increasing their our influence.

VII. Choose by preference alliance with England for commerce, being the Power which has the most need of us for is naval interest, and which will also be the most useful in the development of our own ; exchange our timber and other productions for their gold, and establish between their merchants and sailors and ours a continual intercourse which will help in educating those of ours in navigation and Commerce.

VIII. Extend (our Empire) without slackening towatds the North along the length of the Baltic, and towards the South along the length of the Black Sea.

IV. We must progress as much as possible in the direction of Constantinople and India. He who once gets posses. sion of these points is the real ruler of the World. With this view we must provoke constant quarrels at one time with Turkey and another with Persia. We must establish wharves, and docks in the Euxine, and by degrees make ourselves masters of that, as well as of the Baltien-which is a double important element in the success of our plan. We must hasten the downfal of Persia, push on to the Persian gulf if possible, re-establish the ancient commercial intercourse with the Levant, through Syria, and force our way into the Indies which are the store houses of the world. Once there we can dispense with the English gold.

X. Moreover, we must take pains to establish and maintain an intimate union with Austria apparently countenancing her schemes for future aggrandisement in Germany, and all the while secretly rousing the jealousy of the minor states against her. In this way we must bring it to a pass that one or the other party shall seek aid from Russia, and thus we ahall exercise a short protectorate over the country which will pave the way for future supremacy.

XI. We must make the House of Austria interested in the expulsion of the Turks from Europe, and we must neutralize its jealousy at the capture of Constantinople, either by preoccupying it with a war with the old European States or by allowing it a share of the spoil, which we can afterwards resume at our leisure.

XII. Unite the disunited (schismatic) Greeks who are spread abroad be it in Hungary, or Turkey, or the south of Poland, make ourselves their centre, their support, and establish at first an universal predominance by a kind of autocracy or a sacerdotal supremacy. They will be so many friends for us in the country of each of our enemies.

XIII. Sweden dismembered, Persia vanquished, Poland subjugated, Turkey conquered, our armies reunited, the Black Sea and the Baltic guarded by our vassals. It must be first proposed separately and secretly to the Court of Versailles, and then to that of Vienna to share with her the empire of the universe. If one of these two accept, which is infallible in flattering their ambition and self-love, help yourself with her to crush the other, then crush in her turn the remaining one by engaging with her in a war which could have no doubtful issue, Russia herself possessing already all the East and a great part of Europe.

XIV. If, which is not at all probable either of them should refuse Russia's offer, then you must know how to raise quarrels, and make one exhaust the other, then profitting at that decisive moment, Russia should pour her troops assembled before hand, into Germany, at the same time two large fleets should start, one by the sea of Azof and the other from the port of Archangel charged with Asiatic hordes under the convoy of the armed fleets from the Black Sea and the Baltic Sea. Advancing by the Mediterranean Ocean, they would inundate France on one side and then in Germany of the other and these two countries vanquished the rest of Europe would pass easily and without a blow perish under her yoke.

Thus Europe might be and ought to be subjucated.

The above is candid, and proves what we stated sometime ago that the reign of Satan prevails in Europe. One fact is significant. England is regarded more as a commercial than warlike Power. If such was the opinion which the Russians held regarding the English nation at a time when it really fought many a glorious battle, it can be easily imagined in what estimation the English are now regarded by the Russians.

In has been determined that each of the six Russian Corps in process of mobilization is to consist of two Infantry Divisions of 32,000 combatants, with 2,500 horses and 100 guns. This being no more than the member the Turks have even how in Bulgaria, the measure cannot be taken to imply the resolve of immediate war.

Prince Ladislas Czartoryski writes from Paris, under date the 21st inst, to contradict the rumours circulated by the German Press of an approaching insurrection of the Poles against Russia. He says :—"During the last few days telegrams from Berlin have appeared in several English papers announcing a revolutionary agitation in Poland, and even stating that an insurrection is imminent. These telegram at the same time suggest that the Polish emigration is connected with the movement. I can state according to the most positive information, that all these reports are entirely unfounded, that in the whole of Poland there is not the smallest trace of a political agitation of any kind, and that 'order reigns in Warsaw.' As to the Polish Emigration, it has not the slightest intention of urying the Poles to adopt a policy so inconsidarate.

The *Bengal Times* says :—"A letter received yesterday from Cachar, date the 7th instant, informs us that the Lushais are out on the War-path."

Warlike and sinister omens are not wanting. We learn from the *Home News* :—

"The work of army mobilization proceeds apace in Russia, and upwards of 200,000 men are being assembled in Bessarabia and the adjoining districts. Torpedoes are announced by Lloyd's agent to have been placed at Kertch, and the same intelligence comes from Sebastopol, Eschakoff, and Odessa. A new Russian loan for 100,000,000 roubles to meet military xpenses is in course of issue. The tone of the Muscovite journals is generally warlike, while the army and the masses of the people are strongly possessed by Panslavonic enthusiasm. In Austria and Germany the opinion that the Conference will come to a premature close, and that Russia will insist upon conditions, such as the occupation of Bulgaria, citing as a precedent the occupation of Syria in 1860, which the Porte and the other Powers will refuse to admit. Turkey is concentrating her forces in the neighbourhood of Constantinople, as if in expectation of war. Army mobilisation is proceeding also upon a considerable scale in Austria, and the Austro-Hungarian Empire is becoming more divided than ever, between its Slav affinities to Russia and its Magyar sympathy with the Turks. General Klapka, the Hungarian, has been presented with a sword by a Turkish deputation, and has said in reply that the fall of the Ottoman Empire would drag with it the fall of Hungary. On the other hand the Court and Imperial party of Vienna, the whole of Croatia, Dalmatia, and the Bocche with a large portion of, the officers of the army are with the Slavs, and a well-informed correspondent of the *Times* writes that if called upon to fight for the Turks, there would be a dangerous defection from the Slav portion of the army."

The demands of Russia upon Turkey consist of points, eleven They are as follow :—

1. General disarmament of Turks and Christians in Bosnia, Herzegovenia, and Bulgaria. 2. The election of all officers by the parished, none but natives being eligible. 3. The formation of militia and a police to consist of Christians and Mussulmans, in proportion to the numerical strength of each denomination. 4. The concentration of the Turkish troops in certain towns to be fixed in advance. 5. The disbanding of the irregular troops and return of the Circassians to the purely Mussulman provinces. 6. The abolition of the practice of farming out taxes and the replacement of titles by pecuniary imposts, to be fixed with the concurrence of the rate-payers. 7. The use by the courts and administrative authorities of the several Slavonic languages spoken in the various provinces. 8. The convening of an Assembly of Notables, to advise the Conference upon the administrative reforms to be introduced. (It seems intended that a special Assembly is to be convened for each province, and that the Bulgarian Bishop is to preside over the sittings of the Bulgarian Notables). 9. Christian governors to be appointed by the Porte, with the consent of the Powers, for the three provinces to officiate five or six years. 10. The punishment of all persons concerned in the late horrors and the indemnification of the families who have suffered. 11. The institution of Consular Commissions to superintend the carrying out of the above reforms. The first of these conditions if enforced would probably result in a massacre, while the third wolud seem to imply that the population was to be disarmed only to be armed again. The whole scheme is a medley of the Andrassy Note, the Berlin Memorandum, and the original demands of the Hervegoviña insurgents, and the best explanation is that already given—that the programme is put forth as a *ballon d'esai* to elicit the ideas of Europe.

It is reported that His Highness the Maharana of Odeypore has refused to attend the Imperial Assemblage, on the ground that he was never required by the Mogul Emperors to be present at their Durbars. The House of Sourya (Sun) is the most ancient and respectable in India and the Rana belongs to this House.

We read that a European Guard who was recently in charge of a goods train of the East Indian Railway was found, on the train arriving at Chandernagore, drunk and incapable in the break-van. He was prosecuted and sentenced to six weeks' imprisonment. Had the guard in this case been a native, we are sure the Anglo-Indian press would have raised a hue-and-cry against the employment of natives in that capacity, and demanded the immediate dismissal of the men who are now working.

The eagerness displayed by Mussalmans in all parts of India to contribute money aid towards the Turkish Relief Fund, has hitherto been under-

rated. From information received, the *Samachar* is led to believe, that the feeling of sympathy for Turkey is now all but universal. The Bombay Anjuman-i-Islam have already remitted Rs. 10,000 to Midhat Pasha in Constantinople, and more is expected to follow. The amount subscribed by the Mahomedan community of Hyderabad, Deccan, under the auspices of the "Mijlas-i-Amm," is expecled to reach the sum of Rs. 50,000, which, when colleced, will be forwarded to Turkey. A subscription list has also been set on foot in Bagdad, whence the head of the Islam community, Syed Saleyman Effendi, has sent his brother, Khalifa Hajee Mustan Saheb, to India, charged with the duty of stimulating the liberality of the faithful on behalf of the Turksh sick and wounded. The Khalifa has signalised his arrival in Bombay by issuing a circular addressed to all Mahomedans in India, calling upon them to contribute of their substance to the Turkish funod. This appeal has not been dis regarded, and subscriptions have commenced flowing in once more.

A correspondence has passed between Mr. Raees Uddin Ahmed, 36, Queen-square, London, and Mr. Gladstone, with reference to the admission of natives to the Indian Civil Service. On the 17th instant the former wrote to the ex-Premier, reminding him that the Covenanted Civil Service is only nominally open to the natives, while the Naval and Military Services are both theoretically and practically closed against them, complaining that the large number of marks allotted to Greek and Latin in the Civil Service examinations, as compared to those allotted to Arabic and Sanskrit, the most difficult of classical languages, favours English candidates, and suggesting that Mr. Gladstone should not devote himself to foreign affairs, but to the rectification of the faults of his own Government and the removal of the tyranny under which India groans. The following is the reply of Mr. Gladstone :—

"Hawarden, November 18. Sir,—I have the pleasure of agreeing with your interesting letter more in principle than in fact. My interference in the Eastern question has not been owing to choice, or a preference of exhibiting faults abroad to exhibiting them at home, but has been in fulfilment of very special obligations contracted by me more than 20 years ago. It is retirement, and not prolonged contention, that in my 45th year of political life I not unreasonably desire. I do not agree that because Arabic and Snscrit are, if they are, more difficult than Greek or Latin, this is the measure of the educating power they denote, or of the marks they should have alloted to them in the examination. I do not think that the English have acquired power in India by violence alone; and I believe that by drawing the natives of India to participate in the English forms of education, we are doing our duty by them, and enabling them to serve their country and their people with honor. I neither expect nor desire to make Englishmen of them, but only that they should be good Indians; and with this view, there are few things I love more than to see Orientals at my own old University of Oxford. Distributing the prizes at King's College this year, I had cordial pleasure in giving the greatest number to a native of Siam, and he was enthusiastically cheered by the fellow students whom he had surpassed. We and our institutions have many faults, but there is at least one good thing in this country, the power of free discussion on all subjects. I am glad there should be men strongly on behalf of Indians, and to reproach us when they see fit. There are various matters named by you, on which I must reserve my judgment. But though your tone is severe, I hope you will continue to inform us about them; and rely upon it, there will be many who grateful for the information, even if it tell against us, and desirous to turn it to account.—I have the honor to be, &c., W. E. GLADSTONE. Raees Uddin Ahmed.

There appears to have been a sort of sympathetic turmoil of the elements in all parts of the globe during the last few weeks. The disastrous news which we *Home News* have received of the loss of the Lapwing in a great gale of Chefoo, of the Bengal cyclone, of the hurricane that has ravaged the south-eastern cost of Australia, and of the terrific storm that nearly destroyed Managna, the chief city in the town of Nicaragua, is almost paralleled by the extraordinary tornado which not long since nearly swept away cows, and devastated Ryde, by the fearful storm which, ten days ago, burst over Lisbon, and desolated a great part of the cost of Portugal, and by the floods which have innundated many parts of Scotland, and which have renewed the scene of the deluge in Sheffield. In those parts of the United Kingdom where the weather has not been quite so violent the most extraordinary fluctuations of atmosphere have been experienced. This month (November) came to us with the colds of midwinter, after an October as warm as what is known in America as the Indian Summer. After the first ten days the cold passed, and we had warmth again. Now, in the last few days, the cold is with us once more, and bitter north and south-east winds. In the five days between Tuesday, the 10th, and Wednesday, the 15th, we almost experienced the extreme temperature of summer and winter weather. On the former of these days thermometer marked 1 degree at Brighton, and on the latter it was 103·6.

A calculation has been made that wolves each year destroy in France animals of the value of two millions of francs, and although this sum is a large one it is inferior to the mischief done by those *carnivoræ* in Russia. In 1873 in that Empire, they devoured 179,000 head of cattle and 560,000 sheep, goats, geese, &c. In the Government of Kalonga alone they destroyed in the same year 8,200 geese and 2000 dogs. The damage done by wolves in Russia amounts therefore to more than fifteen millions of francs, without taking into account the loss of life, which is estimated at an average of about two hundred per annum.

A strange quarrel has occurred amongst the French Opera Company at Calcutta. Whilst Mr. Duvivier, a member of the Company, was giving some directions at a rehearsal to Mdile. Blanche Fiorelli when that young lady complained that she had not been consulted as to the part she was to take. The dispute that followed seems to have been very bitter, for Mr. Duvivier very improperly made some remarks which seriously affected the lady's character, whereupon she slapped his face. Something like a fight seems to have then taken place when Duvivier followed her and struck her on the face. The Magistrate on the evidence before him, fined the defendant Rs. 50, observing that he would have dealt more severely with him for the very cowardly part he had taken in the matter, had it not been admitted that, for some provocation received by the prosecutrix, she had first slapped him.

The same paper has the following regarding the present policy of the British Government towards the Amir :—

In supplying Sher Ali with artillery and muskets and a lakh of rupees monthly to maintain him in his government against the wishes of his people, the Government has been cherishing a viper. This absurd policy has been of some years standing, and was supposed to mean the maintenance of a neutral zone against Russian aggression. The result has been seen. Sher Ali defies our power! He is now openly receiving Russian diplomatic officers and probably received them for years past secretly, whilst he refuses to admit a British officer to his court in any capacity. The refusal implies underhanded work going on with the power which meditates the conquest of India. A native agent is not the sort of Resident or ambassador to represent the British Government at any court whatever. A Musulman amongst Musulmans surely is a mistake as an agent to the Government of India at such a court as Cabul. He would allow himself to be outwitted for the sake of quiet in nine instances in ten. A British officer might be hoodwinked by cunning, unscrupulous Afghans, but would ultimately discover their duplicity. We have no good word for Sher Ali. His reign has been a series of oppression and secret murders and the sooner he is deprived of power, the better for his subjects and the Government of India.

The army intended to operate in Afghanistan should be mainly British or Hindus. Government can scarcely expect one Moslem to shoot straight at his fellow believer.

Regarding the reported invasion of Cabul by the English, the *Delhi Gazette* says :—

It the reported rumour of Afghan double-dealing be true, the Government of India are taking a right course with the Amir of Cabul. We have frequently expressed an opinion that Russia has her emissaries in India and her merchants at Cabul. They may have also been seen at the courts of our native princes, as merchants and diamond dealers! Should Lord Lytton resolve to settle Cabul affairs he will be acting as an Englishman ought to act, in his situation. The "Roos" will be glad to see India engaged in war whilst she attempts the solution of the Turkish question. The late arrival in India of Atta Mahomed Khan had a meaning in it, which is now developing itself. His speedy return to his duties shows that the Government of India understood the situation. The agent did his duty. He informed the Government of the duplicity and double-dealing of Sher Ali, and should now leave the Afghan Court if he cares for his life. Under no other circumstances can we account for the sudden determination of Government to deal with the Amir of Cabul in the way assumed. The insolent reply to the invitation to the "Delhi Assemblage"--better not be held now--is no feature in the case, and by no means provoked the resolution *to stand it* no longer; because Government has been accustomed to receive similar replies—that about Yakoob Khan's imprisonment, for instance—from the barbarian, and has hitherto let him alone. We say *resolution*, we ought to have said the hoped-for resolution. But now that it is known that Cabul and Russia are conspiring against India, we trust the hope will be soon realised. The late attack by 900 men upon Fort Mackeson is evidence of Cabul's intention, and we shall be delighted to hear that Sher Ali is to he settled and receive his deserts. The reported army of 25,000 men to undertake the conquest of Afghanistan must be a mistake. A suffieient force must be sent to do the work effectually, if former blunders are to be avoided. Two armies should invade Cabul, each of 20,000 men, entering it by both passes, the Bolan and the Khyber. To hold possession of Cabul would be bad policy. It is too far away from our certain base of operations when the Bear arrives on the scene. The Ruler may be changed, and the rightful heir placed in authority and supported by a British contingent, whilst Sher Ali receives quarters in the Fort of Lahore! Now or never for the Governor General of India's reputation as a statesman.

The *Indian Mirror* says :—

A Final Appellate Court will shortly be established in the Districts in Bengal. The Court will be presided by two judges, one a Civilian and the other a Native. Our contemporary ought to have disclosed the source of his information

The most magnificent tent at the Delhi Assemblege (says the *Pioneer*) as regards the interior, will be that of His Highness the Maharajah of Cashmere. He has brought down the one he had expressly made for His Royal Highness the Prince of Wales. The inner fly and the shamiana in front are all of shawl work in silk on a pushmina ground. It is an enormous tent, and the three poles are of massive carved silver. The whole stucture is said to have cost a lac of rupees, and is fairly a work of art. Every one who can, should get permission to inspect the tent before the Maharajah comes down.

Instructions, we hear, have been issued by the Government of India to the Mint authorities, to coin new Rupees under the Royal Titles' Act, as expeditiously as practicaple, and to remit the sum of Rs. 50,000 of the said coins at once to Delhi by rail, to the care of the Secretary to the Executive Committee of the Delhi Camp. While writing the above, we have been informed that about Rs. 2,00,000, with the new inscription of "Victoria Empress," have already been struck off.

The *Scientific American* remarks complacently, and in excellent Barnumese on the English 81 ton gun :—

The trials of the 81-ton gun, which have recently taken place in England, are reported as being conveniently satisfactory to the artillerists; but it may be doubted whether those who are footing the bills, the tax-payers, will share in the officially expressed gratification. At every discharge of this monster weapon, over 300 lb. of powder are exploded, at a cost of from 125 dols. to 150 dols. To this must be added the expense of shell and fuses. Then, the gun itself, originally estimated to cost 40,000 dols., has actually necessiated an expenditure of some 125,000 dols., besides the construction of a railway at Woolwhich, a barge for its transportation, and several huge cranes. Moreover, the firing of the gun at Shoeburyness has had the effect of blowing down, or, at least, seriously shattering, the huts and cottages of that military settlement, so that it will nearly all have to be rebuilt at Government expense.

Meanwhile, the Americans on the other side of the Atlantic, who complacently view these rather costly proceedings, profit by the results of the experiment, and congratulate themselves that they are not paying for them.

Vanity Fair says regarding the Delhi Assemblage :—

The proclamation, ceremony, and pageant at Delhi are to be *Imperial*, making the Queen of this kingdom an Empress there, and, it is presumed, binding India more closely to us than before. Why, then, should not the central exchequer of the Empire sustain the main portion of the great cost that will be incurred, under Lord Salisbury's directions, on New Year's Day? Once upon a time, within the memory of parliamentary men, our present Chancellor of the Exchequer, Sir Stafford Northcote, as Secretary for India, gave a very grand entertainment at the India Office (or in the quadrangle between it and the Foreign Office), which so far realised the conception of Oriental magnificence that the great Alroy-Tancred, as he looked up and around, exclaimed: 'Why, this is like Belshazzar's feast.' This splendid show was in honour, not of one of the Princes of India, as representative of her ancient dynasties, but of H. I. H. Sultan Medjid; and it cost £10,000, all of which was charged to India. The continued and universal remonstrance which this wanton and selfish application of India's revenues evoked throughout India is not yet forgotten; therefore, it serves our purpose to point the query: Why not make this an occasion for reversing that blunder? Why not, at last on this imperial day, *begin* to show a *little* financial justice to India? Let the Marquis of Salisbury, in the name of Her Gracious Majesty, say that the cost of the Empire's birthday entertainment shall be borne by the British exchequer; and then the tie between this powerful, rich and that weak poor country will be welded as if in truest steel.

Yes this is an occasion when England can wipe out many of the wrongs which she has wantonly committed upon India. We hope that Her Majesty the Queen will not lose this opportunity to bind her Indian subjects in the golden chain of affection.

The following letter, says the *Pioneer*, is sufficiently amusing to be worth a wider publicity than its author can have hoped it would obtain. It is addressed by a firm of seedsmen to an officer in this country, and we print from the original document :—

London, W. C., October 31st 1876.
12, King Street, Covent Garden.

Sir,—Your communication, dated 29th September, has been duly received, and it is a step in the right direction. You acknowledge owing us £1. 1. 3. As a gentleman we hope you will pay it. The most ample apology and the correct apology that is due to you would be the expression of our astonishment of your allowing us to spend so much money in postage stamps, and so much valuable time, writing letters, which we have had to do for so trifling an amount; and we sincerely hope you will pay, and give us no further trouble. It is all very fine talking about trades' people, but if there were no trades' people there would be no army in India. Therefore, it is as well that some one dares to speak out. You are the servant of the country, and the people in this country are your masters; therefore, when you talk contemptuously of tradesmen you are simply talking contemptuously of your masters. Burns says—

"A King can make a belted Knicht,
A Marquis Duke and a' that.
An honest man's abuin his micht
Gude feth? he canna fa' that."

If you had a proper sense of manliness, you would apologise to us for the trouble and expense we have been at, and we hope you will see your way to do that as well as to remit the money. BARR AND SUGDEN.

It is stated in the Statistical Abstract relating to British India, just published, that the total population of British India, at the date of the last census, was 189,613,238, and the area under British administration 897,004 square miles. The native States have an area of 589,315 square miles, with a population of 50,325457. The density of population to the square mile was 211. The French possessions have an area of 196 square miles, with a population of 259,981. The Portuguese possessions are 1,610 square miles in extent, and the population amounts to 527,517. The total area of India is 1,488,125 square miles, with a population of 240,726,193.

ACKNOWLEDGMENTS.

SUBSCRIPTIONS.

	Rs.	As.	P.
Bulwant Row Gunesh Esqr., Warda Din ...	10	0	0
Waman Vishnoo Ghanckar Esqr., Bombay ...	5	0	0
M. Soobrao Esqr., Karwar	5	0	0
S. A. Husene Esqr. Unao	2	8	0
Trimbakrao Bapooji Mayadev Esqr., Bombay	5	0	0
Sarabjee Shapoorjee Bengalee Esqr., Bombay	10	0	0
Kristna Rao garee Esqr., Cuddapalo ...	1	4	0
R. Damodur Dinanath Bhat Esqr., Broach ...	5	0	0
Chhabelram Dalutram Dikshit Esqr., Broach ...	5	0	0
Nugindass Hurivalab Dass Esqr., Bhoobeshwar Bombay ...	5	0	0

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

ভিন্ন অপর যে কেহ বলগরিয়া অধিকার করুক তাহাতে রুশিয়ার আপত্তি নাই। ইহাতে রুশেরা এই সপ্রমাণ করিবে যে তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তাহাদের বলগরিয়া বাসী খৃষ্টানদিগের সাহায্য করা। ইহাতে তাহাদের নিজের কোন স্বার্থ নাই এবং এই রূপ প্রবোধ দিয়া রুশ তুর্কির সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিতে পারিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট প্রান্তবাসীদিগকে লইয়া অস্থির হইলেন। আফ্রিডিস দিগকে তাহারা কিসে বাধ্য করিবেন তাহা স্থির করিতে পারিতেছেন না। তাহার অর্থের বাধ্য নহে আবার বন্দুকের লক্ষ্য নহে। তাহাদের গতি বিধি সমুদয় ইংরাজদিগের অগোচর। তাহারা তাহাদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত অনুনয় বিনয় করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ভাবিলেন এই বার নিশ্চিন্ত হইলেন কিন্তু কিছু দিন পরে দেখেন যে তাহারা কাহার ও নহে। তাহাদের বিশ্বাস ঘাতকতা দেখিয়া ইংরাজেরা ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। যুদ্ধের আয়োজন হইল। বন্দুক কামান সমুদয় সজ্জীভূত হইল। বন্দুক কামান লক্ষ্য করিয়া দেখেন শত্রুর উদ্দেশ নাই। তাহারা কোথায় কোন্ পথ দিয়া লুকাইয়াছে তাহার কোন ঠিকানা নাই। গবর্ণমেণ্ট বড় বিরক্ত হইয়া স্থির করেন যে এই বৎসর হেমন্ত কালে আফ্রিডিস দিগের রাজ্য ছারখার করিবেন কিন্তু যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দেখেন যে, তাহারা অনুদ্দেশ হইয়াছে। বৃথা যুদ্ধ ফল কি ভাবিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হন কিন্তু যে বিরত হইয়াছেন আর অমনি আফ্রিডিসদিগের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া ইংরাজেরা আবার আফ্রিডিসদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেছেন। কুশলগড় নামক স্থানে একটী নদী আছে উহার উপর ইংরাজেরা নৌকা দ্বারা একটী সেতু নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং এই রূপ রাষ্ট্র যে প্রান্তবাসীদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত সেনাপতি দিল্লির দরবারে উপস্থিত হইতে পরিতেছেন না। আবার বেঙ্গাল টাইমস লিখিয়াছেন যে লুসাইরা যুদ্ধ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। লুসাই জাতির মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে তাহাদের কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় নর কপালের প্রয়োজন হয়। যখন তাহাদের মধ্যে কোন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন তাহারা এই নর কপাল অনুসন্ধানার্থে কাছাড় প্রভৃতি দেশে অবতীর্ণ হয়। এবার নাকি তাহাদের এক জন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং নর কপালের অভাবে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয় নাই। এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়াছে। এ সম্বাদটি সত্য কি মিথ্যা তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক দিকে আফ্রিডিস আর এক দিকে লুসাইরা যদি উপদ্রব আরম্ভ করে এবং নাগারা যদি এই দেখা দেখি ক্ষেপিয়া উঠে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে ইহারা বিশেষ বিরক্ত করিয়া তুলিবে। শাঁওতালেরা এমন কতক শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে নতুবা তাহারাও গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিত। বিধাতা না করেন কিন্তু যদি এ পার্ব্বত্য অশান্ত জাতিরা ক্ষেপিয়া উঠে, আমীর বিশ্বাস ঘাতক হন এবং রুশেরা ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে তাহা হইলে এত দিন ইংরাজেরা সুখে যত নিদ্রা গিয়াছিলেন তাহার সুদ আসলে পরিশোধ করিতে হইবে। ইংরাজেরা বোধ হয় পারত পক্ষে এ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গমন করিবেন না।

কলিকাতায় যে দরবার হইবে তাহার অধ্যক্ষতা কমিশনার বকলণ্ড সাহেব করিবেন। দরবারের উদ্দেশে গত শনিবার টাউন হলে একটী সভা হয়। বকলণ্ড সাহেব সভার অধিপতির আসন গ্রহণ করেন। এই দরবারটি গড়ের মাঠে একটী বৃহৎ চন্দ্রাতপের নিম্নে উপবিষ্ট হইবে। সভাতে ৮০ জন সম্ভ্রান্ত রাজ ভক্ত ব্যক্তি সার্টিফিকেট অব অনার প্রাপ্ত হইবেন। পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট দরবারের ব্যয় সংকুলনার্থে চাঁদা সংগ্রহের অভিলাষ করেন। কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট এই মর্ম্মে পত্র লিখিত হয় কিন্তু বকলণ্ড সাহেব সভাতে বলেন যে কলিকাতার দরবারে যে ব্যয় হইবে তাহার নিমিত্ত চাঁদা তোলা হইবে না। বকলাণ্ড সাহেব কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে সস্ত্রীক দরবারে গমন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। তাহার ইচ্ছা যে হিন্দু কি মুসলমানেরা যদি স্ত্রী না লইয়া যাইতে পারেন তবে যেন বালিকা কন্যাদিগকে লইয়া যান। বকলাণ্ড সাহেব ঘোষণা পত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন তৎপরে উহা বাঙ্গলাতে ও হিন্দিতে এদেশীয় কোন ব্যক্তি পাঠ করিবেন। বকলাণ্ড সাহেব অতি সম্ভ্রান্ত ও যোগ্য ব্যক্তি এবং বোধ হয় কলিকাতায় তাহার ন্যায় পুরাতন সিবিলিয়ান এখন আর কেহ নাই সুতরাং তাহার হস্তে দরবারের ভার অর্পণ করা হইয়াছে তবে আমাদের ভয় যে তিনি কিছু উষ্ণপ্রভাবের লোক, তিনি এ পর্য্যন্ত যত দরবারের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অনেক স্থলে গোলযোগ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াও তিনি এই রূপ উগ্র স্বভাবের ঢিক্ বিস্তর চিহ্ন দেখান। আমরা ভরসা করি এবার তাহার এ রূপ কোন ত্রুটী হইবে না।

কাবুলের আশঙ্কিত যুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা আর কোন বিশেষ সাদ পাই নাই। রুশেরা যে কাবুলে প্রবেশ করিয়াছে ইহা এক রূপ সকলে স্বীকার করিতেছেন এবং আমিরের সঙ্গে ইংরাজদিগের পূর্ব্বে যে সৌহৃদ্যতা ছিল তাহারও যে কিছু ব্যত্যয় হইয়াছে তাহাও অনেকে অনুমান করিতেছেন। কোন স্থলে যুদ্ধ আরম্ভ না হইলে উহা জন সমাজে প্রকাশ করা গবর্ণমেণ্টের উচিত ও স্বার্থ নহে। এই নিমিত্ত আমরা ইহার কোন সবিশেষ সম্বাদ এখনও পাই নাই। তবে পাইওনিয়ার অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের মুখপাত্র হইয়া প্রজাদের ভ্রম সংশোধন করেন। তিনি বলিতেছেন যে দরবার লইয়া আমিরের সঙ্গে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ মনোবাদ উপস্থিত হয় নাই। আমিরের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনোবাদ হইয়াছে কি না এবং তাহার সঙ্গে বিবাদ হইবার কোন সম্ভব আছে কি না সে সম্বন্ধে তিনি ভাল মন্দ কিছুই বলেন নাই। কাবুলে ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি আমির রাজধানী ছাড়িয়া পালায়ন করিয়াছেন। আমির এ রূপ নির্ব্বোধ নন যে এ রূপ সময় ইংরাজদিগের সঙ্গে তিনি ইচ্ছা করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিবেন, আবার বিবাদের কোন রূপ সূচনা হইলে এত দিন কাবুলীরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিত। তবে ইংরাজেরা কাবুলের বর্ত্তমান বিশৃংখলতা দেখিয়া আমিরকে শাসনে আনার যত্ন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে এখন কিছুই স্থির নাই। যিনি যাহা বলিতেছেন সকলই অনুমান মাত্র।

ডেলি নিউসের সম্পাদক উইলসন সাহেব অপবাদের মকর্দ্দমায় জয়ী হইয়াছেন। উইলসন সাহেব লিখেন যে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিমিত্ত দ্বিতীয়বার যখন কমিশনার নির্ব্বাচন হয় তখন হগ সাহেব অন্যায় করিয়া উইলসন সাহেবকে মনোনীত করেন না। হগ সাহেব এই নিমিত্ত উইলসন সাহেবের নামে অভিযোগ করেন। বিচারকালে উইলসন সাহেব উকীল দেন না, নিজে আপনার পক্ষ সমর্থন করেন। উইলসন সাহেব ইহাতে যে ত্রুটী করেন জজ হোয়াইট সাহেব সে ক্ষতি পূরণ করেন। জজ হগ সাহেব ও তাহার সেক্রেটরি টরণবুল সাহেবের মুখ দিয়া বলাইয়া লন যে নির্ব্বাচন কালে অন্যায় আচরণ হইয়াছিল। জুরিরা এই নিমিত্ত উইলসন সাহেবকে নির্দ্দোষী বলিয়াছেন। জুরিরা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বিচারালয়ে শুদ্ধ আনন্দ ধ্বনি উঠে না কলিকাতার অনেক স্থানে এই আনন্দ ধ্বনি উঠে। উইলসন সাহেবকে শত শত লোক আসিয়া আহ্লাদ সহকারে আলিঙ্গন করে এবং ইহাতে এরূপ কলরব হইয়া উঠে যে অশ্ব সকল ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় ভাগ! দ্বিতীয় ভাগ!! দ্বিতীয় ভাগ!!!

ঐতিহাসিক রহস্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত।

"এ প্রকার গ্রন্থ এই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শন।

The collected Essays of Ram Dass Sen well deserve a translation into English.

Mux Maller

এই পুস্তক কলিকাতা বহুবাজার ২৪৯ নম্বর ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও ৫৫ নম্বর কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে বিক্রয় হইতেছে।

মূল্য ১৲ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা।

উহার প্রথম ভাগ মূল্য ১ টাকা ডাক মাশুল দুই আনা। উপরিউক্ত স্থানে পাওয়া যায়।

মফঃস্বালের মূল্য প্রাপ্তি।

সেক্রেটরি রিডিংরুম, শান্তিপুর	৩
জনাই পবলিক লাইব্রেরী, জনাই	১০
শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ রায়, লাইব্রেরী রাণীগঞ্জ	৫৷৷০
মোহি উদ্দিন, রেয়ারি	৫
শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম ঘোষ, বর্দ্ধমান	১০
" " হরকন লাল রায়, চকদিঘী	১০
মাজিষ্ট্রেট সাহেব, কৃষ্ণনগর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস, বুদবুদ	১০
" " মহেন্দ্রনাথ বসু, বহড়ু	১০
" " হরিদাস দত্ত, মজিলপুর	১০
" " নগেন্দ্র নাথ দত্ত, ঐ	১০
" " শ্যামাচরণ চৌধুরী, দক্ষিণ বারাসত	৫
" " হারাণচন্দ্র মিত্র, মজিলপুর	৪
" " মধুসূদন সান্যাল, চাট মোহর, পাবনা	৩০
" " প্রসন্নকুমার বসু, মদনপুর, ধোপাঘাটা	১০
" " নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ, রংপুর	১০
" " রামগোপাল কুণ্ড, খাগড়া বাজার	৫
" " নবীনচন্দ্র ঘোষ, সীন্থিয়া	১০
" " প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, জামগ্রাম	১০
" " তারিণীচরণ সিংহ, আমলা সদরপুর, কুষ্টিয়া	৪৷৷০
" " শ্যামাচরণ দাস, মধুবাণী	১০
" " উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনার	৫
" " রামগোপাল দত্ত, গোহাল বগুড়া	১০
" " রজত শিখর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোগা	৪৷৷০
রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, সুসঙ্গ দুর্গাপুর	১০
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ চৌধুরী, দাসুনিয়া বর্দ্ধমান	১০
" " শশীভূষণ ঘোষ, পাসকুড়া	১০
মুন্সি খোদা বকস, উলুবেড়িয়া	১০
শ্রীযুক্ত বাবু কাঙ্গালিচরণ মুখোপাধ্যায়, মজাফারপুর	১০
" " কালীকমল মৈত্র, নাটোর	১০
" " ভুবনচন্দ্র ছরকার, পিরপৈতি	১০
" " চন্দ্রকুমার বসু, ঢাকা	৫
" " শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়পেটা আসাম	১০
" " চন্দ্রকুমার সেন, পুর্নিয়া	১০
" " বেণীমাধব রায়, রাজসাহী	১০
" " গোপাল বল্লভ মিত্র, কটক	১০
" মদনমোহন চক্রবর্ত্তী আনন্দকুমার ঘোষ ফরিদপুর	১১
" " আনন্দচন্দ্র সেন, বরিসাল	১০
" " মহেশচন্দ্র সেন, আরাঙ্গাবাদ	১০
" " চন্দ্রকান্ত বসু, গৌহাটী	১০
" " চন্দ্রকান্ত সেন গুপ্ত, উকড়া	১০
" " রামেশ্বর ঘোষ, পলাশবাটী	১০
" " শারদাচরণ মজুমদার, শিয়ালৈল, চাটমোহর	১০

সংবাদ।

—আমরা হিন্দুপেট্রিয়ট পাঠে অবগত হইলাম যে প্রসিদ্ধ পঞ্চানন ভাটের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বয়ঃক্রম ৯১ বৎসর হইয়াছিল।

—আমেরিকাতে একটি দাঁড়ি পাল্লা প্রস্তুত হইয়াছে। হাতে ২৮০০ মন জিনিষ এককালীন ওজন হইতে পারে। পৃথিবীর আর কোন স্থানে এরূপ দাঁড়ি পাল্লা নাই।

—ইয়র্কের আর্কবিশপ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন য ইংরাজেরা প্রতি জন বৎসর চারি আনার কিছু অধিক ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্যয় করেন এবং সাড়ে ত্রিশ টাকা াদের নিমিত্ত ব্যয় করেন। ইহার সঙ্গে ইনি আর একটী হিসাব দিলে আরো ভাল হইত। ইহারা মনুষ্য জাতিকে ংশ করিবার নিমিত্ত এবং ইহাদের উন্নতির নিমিত্তইবা ৎসর কত ব্যয় করেন।

—আমরা গগণ মণ্ডলে যে সুন্দর মেঘমালা দেখিতে পাই ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংলণ্ডবাসীরা এই শোভার কিছু আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন এই নিমিত্ত কলিকাতার বিখ্যাত ফটোগ্রাফার বোর্ণওসেপার্ড এই সমুদয় মেঘমালার ছবি তুলিতেছেন। তাহারা ইহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবেন।

—ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখক হুইলার সাহেব দিল্লির রাজ সভার ইতিবৃত্ত লেখার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—কাশী হইতে সম্প্রতি কলিকাতায় এক জন হিন্দুস্থানী আসিয়াছে। সে বাছির সিমলায় বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। সে দীর্ঘে প্রায় পাঁচ হাত। উক্ত ব্যক্তি বলে যে তাহার পিতামহ তাহা অপেক্ষা আর এক হাত বেশী দীর্ঘ ছিল।

—দিল্লির উৎসবের সময় তথায় সহস্রাধিক হস্তী সমবেত হইবে। একা রামপুরের নবাবই এক শত হাতী সেখানে প্রেরণ করিবেন।

—আমরা শুনিলাম যে উদয়পুরের মহারাণা দিল্লীর দরবারের উপস্থিত হইতে আস্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের কেহ কখন মোগল সম্রাটদের দরবারে উপস্থিত হন নাই। উদয়পুরের মহারাণা সূর্য্য বংশ সম্ভূত। ভারতবর্ষের রাজগণের মধ্যে ইনি বংশ মর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

—জনরব যে আর ও কতক গুলি রুশিয় দূত কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে আমীর রুশিয় গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুতা করিবেন। ইংরাজদের সহিত তাঁহার বন্ধুতা ভঙ্গের কারণ এই যে ইংরাজেরা খেলাতে সৈন্য স্থাপন করাতে আমীর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কাবুল সম্বন্ধীর সংবাদই জনরব মূলক। ইহার কোন্‌টী সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তাহা জানিবার উপায় নাই

—বার্লিনে লোকের বিশ্বাস যে রুশিয়ানরা যদি তুর্কি আক্রমণ করে তাহা হইলে ইংরাজেরা যুদ্ধ আরম্ভের চারি সপ্তাহ মধ্যে তুর্কিদিগকে দুই লক্ষ সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন। যদি ছয় মাসের অধিক যুদ্ধ হয় তাহা হইলে ইরাজেরা তুর্কি গবর্ণমেণ্টেকে টাকা দিয়াও সাহায্য করিবেন।

—দিল্লীর রাজসভায় দেশীয় রাজগণের আসন সকল একটি অর্দ্ধ বৃত্তের আকারে স্থাপিত হইবে। গবর্ণর জেনারেলের সিংহাসন বৃত্তের সম্মুখে রক্ষিত হইবে।

—জষ্টিশ রমেশ চন্দ্র মিত্র পীড়িত হইয়া দুই মাসের বিদায় লইয়াছেন।

—মিরার শুনিয়াছেন যেঅতি শীঘ্রই মফঃস্বলে জেলায় ২ আপীল আদালত সকল স্থাপিত হইবে। এই আদালতে ২ জন জজ বসিবেন, একজন বাঙ্গালি ও এক জন সাহেব। ইঁহাদের বিচারই চুড়ান্ত হইবে অর্থাৎ খাস আপীল উঠিয়া যাইবে। আমাদের লেঃ গবর্ণর প্রথমত এই প্রস্তাব করেন এবং বর্ত্তমান চিফজষ্টিশ ইহার পোষকতা করেন।

—নেটীভ সিবিলসারবিস পরীক্ষা আগামী ৫ই মার্চ্চ হুগলি, পাটনা ও কটকে হইবে। পরীক্ষার্থীরা ১০ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্ব ২ আবেদনপত্র তাঁহারা যে জেলায় বাস করেন সেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ রিবেন।

—ফরিদপুর জেলায় বর্ত্তমান বর্ষের পথকরের হার টাকায় দুই পয়সা করিয়া ধার্য্য হইয়াছে।

—বোম্বাই অপেক্ষা মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাইর দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জেলা সমুহে চারিদিক হইতে বিস্তর শস্যের আমদানি হওয়ায় লোকের অন্ন কষ্টের অনেক শমতা হইয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজে অন্ন কষ্ট ভয়ানক। মফঃস্বল হইতে অনেক লোক মান্দ্রাজ নগরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। অন্নাভাবে দুই একটী করিয়া লোক ও মরিতেছে।

—১৮৭৫ — ৭৬ সালে বাঙ্গলা হইতে ৪ লক্ষ ৬১ হাজার মন তুলা, ১ লক্ষ ২৬ হাজার মন নীল, ২০ হাজার মন রেশম, ৬৭ লক্ষ মন চাউল; ২৫ হাজার মন ধান; ৭৮ লক্ষ মন পাট, ও ১ লক্ষ ২৬ হাজার মন চিনি ভিন্নদেশে রপ্তানী হয়। তৎপুর্ব্ব বৎসর উক্ত দ্রব্য সমুদয়ের রপ্তানির পরিমাণ তুলা ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার মন, নীল ৮২ হাজার মন, চাউল ৪৫ লক্ষ মন, ধান ১ লক্ষ ৩০ হাজার মন, পাট ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার মন। পাঠকগণ দেখিবেন যে গত বৎসর তৎপুর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা তুলা, নীল ও চাউলের রপ্তানী বৃদ্ধি হয়, ও রেশম, ধান, পাট ও চিনির রপ্তানী কমে।

—গত মঙ্গলবার আমাদের লেঃ গবর্ণর দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

—১৮৭৫-৭৬ সালে ভিন্ন২ দেশ হইতে এ দেশে ৪ লক্ষ টাকার বাতি, ১১ লক্ষ টাকার পাথুরে কয়লা, এক কোটী ৪ লক্ষ টাকার সুতা, এক কোটী ২৩ লক্ষ টাকার কাপড়, প্রায় ৭লক্ষ টাকার মদ, এক লক্ষ ৮০ হাজার টাকার দেশলাই, প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকার লবণ, এক লক্ষ টাকার সাবান, ২ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার খেলনা, ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ছাতি, এবং প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকার পশমি কাপড় আমদানি হইয়াছে। আমরা গত বৎসর তৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা সূতার আমদানি প্রায় ১৫ লক্ষ ও কাপড়ের আমদানি ১২ লক্ষ ১২ হাজার টাকা কম দেখিলাম। এ একটি শুভ সংবাদ সন্দেহ নাই।

—গত বৎসর বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীতে ২৯০টী রেজিষ্টরি আফিস ছিল। তাহার মধ্যে বাঙ্গলায় ২০৪, বেহারে ৫৯, ছোট নাগপুরে দশ ও উড়িষ্যায় ৯টী। গত বৎসর রেজেষ্টরি কৃত দলীলের মধ্যে কায়েমী পাট্টার সংখ্যা বেশী। সকল জেলার মধ্যে যশোরে কায়েমী পাট্টার সংখ্যা বেশী রেজেষ্টরি হয়, যশোরের নীচে বাখরগঞ্জ। লেঃ গবর্ণর কায়েমী পাট্টার সংখ্যা বেশী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন। তিনি বলেন উক্ত রূপ পাট্টার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে২ খাজানা বৃদ্ধির মোকদ্দমা কমিয়া যাইবে এবং ভুম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে তাহার একটী প্রধান কারণ তিরোহিত হইবে।

—গত বার জেল রিপোর্ট সম্বন্ধে যে প্রস্তাব অমৃতবাজারের প্রকাশিত হয় তাহা উল্লেখ করিয়া এক জন লিখিয়াছেন "আমি ইতি পূর্ব্বে আপনাকে একবার লিখি যে কারাগারে যত দুষ্কর্ম্ম হয় তাহার মুলীভুতকারণ তামাক। আপনিও জেল রিপোর্ট সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহাতে তাহাই লিখিয়াছেন। তামাকে কি রূপে অপকার করে তাহা আপনার স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ছিল। আমি চক্ষে ইহার অনিষ্টকর ফল দেখিয়া আসিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যত কঠোর শাসন করুন এমন জেল নাই যেখানে বন্দিরা তামাক না খায়। তামাক খাইবার নিমিত্ত বন্দিরা কত রূপ কৌশল করে। প্রতি দিন প্রতি জেলে শত২ কলিকা এবং বাঁশের শত২ হুকা নির্ম্মিত হয়। কোন২ স্থানে বান্ধিয়া মৃত্তিকায় খনন করিয়া এক রূপ হুকা প্রস্তুত করিয়া থাকে। জেলের প্রহরিরা কয়াদি দিগকে তামাক যোগায়। কয়াদিরা জেলে যে সমুদয় দ্রব্য উৎপন্ন হয় গোপনে তাহা প্রহরীদিগকে দেয় এবং তাহারা ইহার বিনিময়ে তামাক দেয়। দিনমানের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্যুন ৮ ঘণ্টা কয়াদিরা কেবল তামাক খাইবার ফিকিরে থাকে। জেল কর্ত্তৃপক্ষীয়রা কয়াদিদিগকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করেন সে যত কঠিনই হউক অসাধ্য নহে। অনেক কয়াদি গৃহে ইহা অপেক্ষা অনেক কঠিন কাজ করিয়া থাকে কিন্তু তাহারা তামাক খাইবার জোগাড় দেখিবে, না কাজ করিবে এবং তামাক এমনি নেসা যে শত শত বেত্রাঘাতেও কয়াদিরা ইহা ত্যাগ করিতে পারে না। তামাক খাওয়ার নিমিত্ত জেলে অল্প দ্রব্য উৎপন্ন হয়, জেল হইতে দ্রব্য অপহৃত হয়, কয়াদিরা মিথ্যা কথা বলে এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নির্দ্দয় রূপে বন্দিদিগকে বেত্রাঘাত করিতে হয়।"

—এম্পেরর অব ইণ্ডিয়া উপাধি প্রচার উপলক্ষে ঢাকায় যে উৎসব হইবে আমরা হিন্দু হিতৈষিণী হইতে তাহার বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিলামঃ—

১লা জানুয়ারি সোমবার। (ক) দিবা ১২ টার সময় "সাহাবাগে" দরবার হইবে। তথায় উপাধি ঘোষণা করা হইবে। এই দরবারে জিলার জমিদারগণ নিমন্ত্রিত হইবেন। (খ) এই দিন "সাহাবাগে" একটি মেলা ও কৃষি প্রদর্শন হইবে। (গ) এই মেলাতে নাচ, বাজিকরের তামসা, কুস্তি, তলোয়ার খেলা, মেষ লড়াই ইত্যাদি হইবে। ইহার বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র রূপে কাশিপ্রত হইবে। ইহাতে প্রায় ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। (ঘ) প্রদর্শনে নানা প্রকার এ দেশীয় তরকারি, ফুল, জন্তু এবং শিল্প কার্য্য প্রদর্শিত হইবে, এ বিষয়ে এক স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, ৩০০ টাকার অধিক পুরস্কার দেওয়া হইবে। (ঙ) সন্ধ্যার পর সমুদায় নগর আলোকিত হইবে। ২রা জানুয়ারি মঙ্গলবার। (ক) এই দিন দিবা ২॥ টার সময় ঘোড় দৌড় হইবে। অনুষ্ঠান পত্র স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মপস্বল হইতে যে সকল পণি ঘোড়া আসিবে তাহাদের এক বিশেষ দৌড় হইবেক তাহাতে ৫০। ২৫ এবং ১০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হইবে। (খ) সন্ধ্যার সময় পুর্ব্ব বঙ্গ-রঙ্গ-ভুমিত নাটকাভিনয় হইবে। ৩রা জানুয়ারি বুধবার। (ক) এই দিন রমণাতে দিবা ২॥ টার সময় কুস্তি ও অন্যান্য খেলা হইবে। ইহাতে প্রায় ৩৫০ টাকা পুরস্কার বিতরণ করা যাইবে, ইহার বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইবে। (খ) সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় নাটক হইবে। ৪ঠা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার। (ক) এই দিবস ২॥ টার সময় মৌকা দৌড় ও নানা প্রকারের জল ক্রীড়া হইবে, বিশেষ বিবরণ স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) ৬॥ টার সময় বুড়ী গঙ্গার চরে আতস বাজি হইবে। (গ) সন্ধ্যার পর পূর্ব্ব রূপ নাটক হইবে।

—ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র দলের অনেক সংবাদ পত্র উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন না কোন বিষয়ের সমর্থন করিয়া থাকেন। পাঠকগণ অবগত আছেন, মুর্শিদাবাদের নবাব কয়েকবৎসর হইল তাঁহার বার্ষিক বৃদ্ধি করিবার জন্য ইংলণ্ডে দরবার করিতে গিয়াছেন। তাঁহার দেনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে কমিশন নিযুক্ত করেন তাহা দ্বারা প্রকাশ হইয়াছে যে নবাব তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থ ইংলণ্ডের নিম্ন লিখিত সংবাদ পত্র গুলিকে নিম্ন টাকা সকল লিখিত উৎকোচ প্রদান করেন কোর্ট সারকুলার ১৯৫০০ টাকা, গ্রাফিক ২৫০, লণ্ডন স্কটস্‌ম্যান ১২০, ভ্যানিটী ফেয়ায় ৪০০, নর্থইষ্টারণ এনসাইন ২০০, চেলটেন হেম ক্রনিকল ১০০, সিবিল সার্ব্বিস গেজেট ৫২০, পিরিয়ড ৩৭০।

—সুরতে যে কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে তাহার কার্য্য আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে আরম্ভ হইবে।

—এক জন ডাক্তার স্ত্রীলোকদের মুর্চ্ছা বায়ুর (হিষ্ট্রীয়া) উপশমের নিম্ন লিখিত মুষ্টিযোগটী ব্যবস্থা করেন। রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে এক খানি টোয়ালে কি গামছা হিম জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া তাহার এক মুড় দিয়া জোর করিয়া বুকের উপর বাড়ি মারিতে থাকিলে রোগী আরোগ্য হইবে

—সার সালার জং নিজামকে উপহার প্রদান করিবার নিমিত্ত একটি ক্লক লইয়া আইসেন, এ ক্লকটী প্রতি মিনিটে বাজে, এক খানি ছবির পুস্তক আনায়ন করেন, ইহাতে ইংলণ্ডের বিখ্যাৎ সমুদয় স্থান ও সমুদয় ব্যক্তির ছবি আছে। তিনি একটী বহু মুল্যের হীরক অঙ্গুরী, চা পানের একপ্রস্তুত স্বর্ণ পাত্র, মারবেলের দুইটী টেবেল আনিয়াছেন এবং দুইটী পাখি আনিয়াছেন ইহারা উত্তম গান করে তৎভিন্ন ঘড়ির চেন প্রভৃতি আর কয়েকটি দ্রব্য অনায়ন করিয়াছেন। যে সমুদয় দ্রব্য আনিয়াছেন তাহার মূল্য ৫০ হাজার টাকা হইবে।

—লাহোরের একটি সভা আছে তাহার নাম লাহোর আঞ্জুমন। ইহারা দেশের কৃষি কার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতেছেন। তাহারা কৃষি কার্য্যে উন্নতির নিমিত্ত ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছেন আবার কৃষি কার্য্য উন্নতির নিমিত্ত একটি কালেজ সংস্থাপনের যত্ন করিতেছেন। তাহারা আপাতত পঞ্জাবের তামাক এবং তসর কিসে উন্নতি হইতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। সভা হইতে পঞ্জাবে তামাক ও তসরের নমুনা ইউরোপের নানা স্থানে প্রেরিত হয়। তাহাদের প্রেরিত তামাক সম্বন্ধে এক জন জর্ম্মেনীয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাহারা সত্বর প্রকাশ করিবেন। সুইজার লাণ্ডের এক জন লিখিয়াছেন তিনি পঞ্জাবের তসোর আঁচড়াইয়া উহার সুতা বিন্যস্ত করার একটি সুন্দর যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। দেশের উৎপাদিকা শক্তি যাহারা যে সুত্রে বৃদ্ধি করিবেন তাহারই দেশের বিস্তর মঙ্গল করিবেন।

—ইংলণ্ডে রাজমন্ত্রিদিগের কি রূপ ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয় তাহা নিম্নের বিবরণটী পাঠ করিলে কতক অনুভব হইবে। মহাসভা বন্দ হইলে সভ্যেরা নানা স্থানে আমোদ আহ্লাদ বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এবং অন্যান্য কাজে গমন করেন। ইংলণ্ড আমাদের দেশের ন্যায় নীরশ দেশ নহে এবং ইংরাজেরা আমাদের ন্যায় জীবন শূন্য ও দরিদ্র নহেন। ইংলণ্ডে যে রূপ আমোদ আহ্লাদ আছে, লোকের আমোদ আহ্লাদ করিবার তেমনি শক্তি আছে। পার্লিয়েমেণ্ট বন্দ হইলে সভ্যেরা অনেকে এই আমোদ আহ্লাদে নিমগ্ন হন, অনেকে বিশ্রামের নিমিত্ত পল্লিগ্রামে গমন করেন। কিন্তু রাজমন্ত্রীদিগের এক দিনের তরেও বিশ্রাম নাই। এই বন্দের মধ্যে ডিসরেলি কেবল তিন দিন বিশ্রাম করিবার সময় পাইয়াছিলেন। লর্ড ডার্বি এক দিনের নিমিত্ত ও বিশ্রাম পান নাই। প্রতি দিন তাহার ১০ কি ১২ ঘণ্টা ফরেন আফিসে কাজ করিতে হয়। এই ১২ ঘটার মধ্যে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করার সময় থাকে না, অথচ লর্ড ডার্বি এক জন ধনাঢ্য ব্যক্তি, তাহার যে সম্পত্তি আছে তাহার বার্ষিক আয় ১৫লক্ষ টাকা। তাহার প্রভুত জমিদারি আছে। আবার পল্লিগ্রামে তিনি অতিশয় ভাল বাসেন। স্মিথ সাহেব নামক ট্রেজেজারির এক জন সেক্রেটরি আছেন তিনি ২০ হাজার টাকা বেতন পান এবং ইহার নিমিত্ত তাহার এক দিনের নিমিত্ত ও বিশ্রাম নাই, অথচ ইহার যে সম্পত্তি আছে তাহার আয় ছয় লক্ষ টাকা। ইংরাজ জাতির যে রূপ ধন সম্পত্তি হইয়াছে বিলাস ভোগের ইচ্ছা এখন সেরূপ হয় নাই সেই জন্যে রক্ষা নতুবা এত দিন ইংলণ্ডের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিত। ইংরাজ জাতি যে বিলাস ভোগী হন নাই সে তাহাদের গুণে নহে। আসিয়ার ন্যায় ইওরোপ নির্জীব হয় নাই, ইওরোপে যে অহোরহ মহা ঝড় প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে কাহার ও বিলাস ভোগ করা অসম্ভব।

—ইওরোপীয় জাতির গুণ এই যে তাহাদের শান্তি নাই। পৃথিবার উত্তর কেন্দ্রে কি আছে ইহাই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত কত অর্থ নষ্ট হইল এবং কত প্রাণী নষ্ট হইল। সম্প্রতি ইহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত য়্যালার্ট ও ডিসকবারি নামক দুই খানি জাহাজ উত্তর কেন্দ্রে যাত্রা করে কিন্তু ইতি পূর্ব্বে অনুসন্ধানকারীরা উত্তর কেন্দ্রের যত দূর গমন করিতে পারিয়াছিলেন ইহারা তাহা অতিক্রম করিতে পারেন নাই। উত্তর কেন্দ্রে উপস্থিত হইবার প্রধান বাধা শীত। সেখানে শীতে জল তুষার হইয়া গিয়াছে। যুগ যুগান্তরে ও এই তুষারের উপর দিয় গমন করা অসম্ভব। ইহা কাটিয়া পথ করা ও অসম্ভব। এই বাধা অতিক্রম করার কোন উপায় অদ্যাপি আবিষ্কার হয় নাই। এক জন সম্প্রতি এই রূপ প্রস্তাব করিতেছেন যে উত্তাপে লৌহ দ্রব হয় সেখানে তুষার দ্রব করা কোন ছার কথা। যদি কেহ প্রচুর উত্তাপের উৎপত্তি করিতে পারেন তাহা হইলে তুষার অনায়াসে দ্রব করা যাইতে পারে। প্রস্তাবকারী উত্তাপ উৎপত্তির এই রূপ পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে যদি জাহাজে একটি বৃহৎ গ্যালবাণিক বেটারি লইয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে ইহা দ্বারা জল বিয়োগ করিয়া অকসিজন ও হাই ড্রজন গ্যাসের উৎপত্তি করা যায় এবং এই গ্যাসের দ্বারা অকসি হাই ড্রোজন তাওয়া প্রস্তুত করিয়া ভয়ানক উত্তাপের উৎপত্তি করা যায়। সে উত্তাপে তুষার রাশী নিশ্চয় দ্রবীভুত হইবে।

—উত্তর কেন্দ্রের অনুসন্ধান কারীরা প্রকাশ করিয়াছেন যে এখানে এমন কি ক্রমাগত পাঁচ শত মাস সূর্য্য উদয় হয় না, তবে মাঝে২ চন্দ্র দেখা যায়। তাহারা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন কেন্দ্র হইতে সূর্য্য ৯৯ কোটি মাইল উচ্চ এবং চন্দ্র ২৪০ হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিতি করে। অনুসন্ধানকারীদিগের গণনা সত্য হইলে কেন্দ্রে হইতে সূর্য্যই বা কেন দর্শন হয় না এবং মাঝে২ চন্দ্রই বা কেন দর্শন হয় জ্যোতিবেত্তেরা ইহা লইয়া তর্ক করিতেছেন। পৃথিবীর যে রূপ আকার তাহাতে উচ্চস্থিত বস্তুই কেন্দ্র হইতে দর্শন হওয়া উচিত।

—সর্প বিষের ঔষধের অভাব নাই। সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে মোম সর্প বিষের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সর্পদষ্ট স্থানে মোম গরম গরম লাগাইয়া দিলে উহা বিষ চুষিয়া লইবে।

—এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া শব্দের এতদ্দেশীয় একটী প্রতি শব্দ রচনা করিতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। গোলযোগের কারণ যে এই ভারটী এতদ্দেশীয় ভাষাবিৎ ইংরাজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। মুযর সাহেব কায়সার ই হিন্দ্ বলিতে চান। আবার সম্প্রতি আর এক জন বিজ্ঞ সাহেব মহারাণীর এই নাম রাখিতে চান, " মহারাজাধিরাজ শ্রীরাণী ভিক্টোরিয়া কায়সার ই হিন্দ।" "মহারাজাধিরাজের" পরে শ্রীর শ্রীযুক্ত দিলেই ভাল হইত! আমাদের স্মরণ আছে যে এক জন বাঙ্গলা ভাষাবিজ্ঞ পাদরী সাহেব সমাগত কতকগুলি যুবাপুরুষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন " হে যুবতী বালকগণ।" গবর্ণমেণ্ট যদি প্রকৃতই মহারাণীর নুতন উপাধির একটী এতদ্দেশীয় প্রতিশব্দ করার মানস করিয়া থাকেন তবে সে ভারটী এতদ্দেশীয় এক জন পণ্ডিতের উপর অর্পণ করেন না কেন?

—যুবরাজ এদেশে যে সকল উপঢৌকন প্রাপ্ত হন সে সমুদয় ইংলণ্ডে একটী প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শন হইতে ৫০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। যুবরাজ কল্পনা করিতেছেন যে এই টাকা দিয়া ভারতবর্ষীয় শিল্প নামক একটী ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত করেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রেরা এই ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে গিয়া শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে।

—লেঃ গবর্ণরের আদেশ ক্রমে সরকারি কাছারি ও আফিস সকল বড় দিনও দিল্লীর দরবার উপলক্ষে আগামি ২৫ এ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ৪ঠা জানুয়ারি বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

—হাইদ্রাবাদের নিজামের সমভিব্যাহারে ১৭৭ জন সম্ভ্রান্ত লোক, ১৪৫ জন সোওয়ার, ৩৪১ জন অস্ত্রধারী ১১৬৮ জন চাকর, ২৬৯ টা ঘোড়া, ৫ খান পাল্কা, ১০ খান রথ ও ১৫ খান গাড়া দিল্লী যাইবে।

যুবরাজের আলাহাবাদে অবস্থিতি কালীন সেখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে রাজগণ উপস্থিত হন তাঁহাদের সৈন্যদিগের একটী প্রদর্শন হয়। এই সৈন্যদিগের মধ্যে নানা বর্ণের নানা অস্ত্রধারী লোক ছিল। যুবরাজ এই প্রদর্শন দেখিয়া অত্যন্ত আমোদিত হন। পাইওনিয়ার পত্র বলিতেছেন যে এই রূপ একটি তামাসা দিল্লীতে প্রদর্শন করিলে ভাল হয়। সেখানে সমাগত রাজমণ্ডলীর সঙ্গে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র২ অস্ত্রধারী সৈন্য সকল সমবেত হইবে। এই সকল সৈন্যের একটি প্রকাণ্ড প্রদর্শন অতিশয় আমোদ জনক হইবে। ভারতবর্ষের রাজমণ্ডলী ও সৈন্যগণ এখন ইংরাজ রাজপুরুষগণের আমোদ আহ্লাদ কৌতুকই বিধান করে।

প্রেরিত।

ভূমি সম্পত্তি রেজিষ্টরি করণ বিষয়ক আইন।

আমরা পল্লিগ্রামস্থ ক্ষুদ্র২ তালুকদারগণ বর্ত্তমান রাজ পুরুষদিগের সর্ব্বদা আইনের পরিবর্ত্তন ও নূতন আইন প্রচলিত হওয়ার কারণ বশতঃ অস্থির হইয়াছি আইন গুলিন যে রূপ ভাবে রচিত হইয়া প্রচার হয় তাহার যথার্থ ভাবার্থ আমাদিগের ক্ষুদ্র বিদ্যা বুদ্ধিতে বুঝিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় গোলোযোগে পতিত হইতে হয়। সম্প্রতি প্রচলিত বর্ষের ৭ আইন রাজস্ব দায়ী ও নিষ্কর ভূমির অধিকারি ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগের নাম রেজষ্টরি করিবার বিধান যুক্তে গত ১লা নবেম্বর হইতে প্রচলিত হইয়াছে। ঐ আইনের ৪৩ ধারাতে যে মহালের রাজস্ব বিশ টাকার কম ধার্য্য আছে ও নিষ্কর যে সম্পত্তির পরিমাণ পঞ্চাশ একারের কম হইবেক সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন২ সম্পত্তির অধিকারীদিগকে ও কার্য্যাধ্যক্ষদিগকে শ্রীযুত লেগবর্ণর সাহেব বাহাদুর ঐ বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, এই বিধি যাহা লিখিত আছে তাহার অ সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারি নাই। সম্পাদক মহাশ কিম্বা কোন পাঠক মহোদয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক ঐ বিধানটী প্রকৃত অর্থটী মহাশয়ের দেশ বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকা করত সাধারণের উপকার করিয়া বাধিত করিবেন এবং যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের কোন জোতদা প্রজা তাহার জোত জমিনের রাজস্ব ২০ টাকার বে গবর্ণমেণ্টের তরফে তহশিলদার অথবা ইজারদারে প্রতি বৎসর আদায় দেয় তাহারা ঐ আইন মতে ন রেজিষ্টরি করাইতে বাধিত আছেন কি না তাহাও জা বার আবশ্যকে ব্যস্ত হইতে হইয়াছে নিবেদনেতি।

সন ১৮৭৬ সাল, তাং ১০ ডিসেম্বর

বশম্বদ।
শ্রীরাম হরি ভুঞা
শ্রীরাধা গোবিন্দ সিংহ
শ্রীজয়রাম মণ্ডল
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ।

প্রস্তাবিত আইনের ৪৩ ধারায় লেঃ গবর্ণরের কে জেলার ২০ টাকার রাজস্ব দায়ী বা ৫০ একার নিষ্ ভূমির অধিকারীকে স্ব স্ব সম্পত্তি যে রেজিষ্টরি কর দায় হইতে মুক্ত দিবার ক্ষমতার কথা আছে, তাহা ঘোষ পত্র দ্বারা সেই২ জেলায় প্রচার হইবে। যেখানে এ ঘোষণাপত্র প্রচার না হয় সেখানে নিয়ম মত সর্ব্ব প্রকা সম্পত্তিই আইন মত রেজিষ্টরি করিতে হইবে।—সং।

পত্র প্রেরকের প্রতি।

শ্রীকৃষ্ণ বিহারি দেব। "কলিকাতার অনতিদূরব গার্ডন রিচের অন্তঃপাতী (মেটে বুরুজের দক্ষিণ) মু য়ালী গ্রামে "মুদিয়ালী হিতৈষিণী সভা" নাম্নী এ সভা আছে। অনেক গুলিন দুঃখী লোক ঐ স হইতে মাসে২ তণ্ডুল ও বৎসর২ শীত বস্ত্র পাই থাকে। প্রথম বৎসরে সভা হইতে ১৫৩ খানি, দ্বি বৎসরে ৩০৮ খানি, শীত বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে; সম্প্র ঐ সভার দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষে (তৃতীয় সরে) গত কল্য ২৬ শে অগ্রহায়ণ, রবিবারে ৫১৫ খ শীত বস্ত্র দান করা হইয়াছে। পূর্ব২ বৎসরে ১৪

লোক মাসে তণ্ডুল প্রাপ্ত হইয়াছে। এ বৎসর ১৮ জন লোক মাসিক তণ্ডুল প্রাপ্ত হইতেছে। অতঃপর স্বদেশ বিদেশীয় বদান্যবর মহোদয়গণ সমীপেও নিবেদন এই যে দুঃখীদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যিনি যাহা দিতে ইচ্ছা করেন তাহা (সম্পাদক "শ্রীযুক্ত বাবু প্যারী মোহন শূর; মোং মুদিয়ালী; ডাকঘর আকড়া" ঠিকানা দিয়া) প্রেরণ করিলে সাদরে গ্রহীত হইবে।"

সেরপুরের স্কুলের হেড পণ্ডিতঃ—"জেলা বগুড়ার অন্তর্গতঃ সেরপুরের জমিদার বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ নারায়ণ মুন্সী মহাশয় অত্রত্য সাহায্যকৃত ইং বাঙ্গলা স্কুলের ঘর প্রস্তুত জন্য এক কালীন ১০০ শত টাকা দান করিয়া স্কুলটি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। ভরসা করি অন্যান্য জমিদারগণও ইহার ন্যায় স্কুলটীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।"

ভুক্তভোগী পথিকস্য। আপনি যে বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তৎ সংক্রান্ত আরও কয়েক খানি পত্র আমরা পাইয়াছি। আমাদের ইচ্ছা আছে আপনার লিখিত বিষয় সংক্রান্ত আরও কতক গুলি ঘটনা সংগ্রহ করিয়া একটি প্রস্তাব লিখি। আপনি বিশেষং কতক গুলি প্রকৃত ঘটনা যদি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন তাহা হইলে ভাল হয়। আপনার নামটীও লিখিয়া পাঠাইবেন। নাম প্রকাশ হইবে না।

শ্রীকাটোয়া—"এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ভগবান চন্দ্র বসুর যত্নে গত কল্য এখানে একটী সভা আহুত হইয়া ছিল। আগামী ১লা জানুয়ারি মহারাণীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ প্রচারোপলক্ষে কাটোয়া ও তৎ পার্শ্ববাসীগণ ভগবান বাবুর দ্বারা রাজ ভক্তি প্রদর্শন করিতে প্রণোদিত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য রাজভক্তির পরিচায়ক কোন সদনুষ্ঠান করা। কাটোয়া ও তৎপার্শ্ববাসী সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোক এবং জমিদারগণ এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভগবান বাবু প্রস্তাব করিলেন যে সভাস্থ উপস্থিত সভ্যগণ যে চাঁদা দিবেন তাহার দ্বারা কাটোয়ায় একটি উদ্যানবাটীকা স্থাপিত হউক। তথায় রীতিমত সকল বৃক্ষ ও শস্যাদির চাস হইবে এবং সাধারণের হিতার্থ সেই উদ্যান মধ্যেই এক একটী প্রদর্শনী খোলা হইবে। ভগবান বাবুর উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই কিন্তু বলিতে বড় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে যে সভাস্থলে তিনি কতক গুলি লোককে লক্ষ্য করিয়া কঠোর শ্লেষ পূর্ণ অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যখন দেশ হিতে ব্রতী, তখন কাহারও কথায় কর্ণপাত করা তাঁহার উচিত হয় না। স্বদেশ নিন্দায় উপকার আছে অস্বীকার করি না কিন্তু সে নিন্দা ঘৃণা সংযুক্ত হইলে বিপরীত ফল হয়।"

বিজ্ঞাপন।

আত্মীয় আর্য্যবিদ্যালয়ে দরিদ্র বালকগণের বিনা বেতনে শিক্ষার্থ যাহারা মাসিক কিঞ্চিৎ২ দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং স্বাক্ষর করিয়াছেন; সেই মহাত্মাগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে তাঁহারা যেন কার্য্য সম্বিধায়িণী সভার মোহরযুক্ত ও সম্পাদকের নাম স্বাক্ষরিত বিল ব্যতীত স্বীয় ২ দান অন্য ব্যক্তিকে প্রদান না করেন। তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এরূপ সতর্ক না হইলে আমাদের পাইবার আশা ও সম্ভাবনা নাই।

আর্যবিদ্যালয়
হুগল কুড়িয়া কলিকাতা ডি, সে, ১৮৭৬

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী
অবৈঃ সম্পাদক।
কার্য্য সম্বিধায়িণী সভা

" ডাক্তার জি হায়াসা এম ডী

বিখ্যাত ডাক্তার ভন গ্রায়াইফের ছাত্র সকল প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসক। ৭ নং চৌরিঙ্গি রোডের বাটিতে প্রাতে ৮টা নাগাত ১০টা ও বৈকালে ৫টা নাগাত ৫টা পর্য্যন্ত চিকিৎসার সময়।

অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদিগের ফটোগ্রাফ প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রীলোক দ্বারা উঠান। স্বল্প মুল্যে ও অল্প সময়ে উহা সমাধা করা যাইবে।

হেনরী এণ্ডকোং
১৩০ রাধা বাজার

জুলজিকেল গার্ডেন।

আলিপুর।
রাজকীয় প্রাণীবাটিকা উদ্যান

প্রবেশের নিয়ম।

সোমবার.....।/০
মঙ্গলবার.....।০
বুধবার.....কেবল মেম্বরএবং দাতব্যকারী ব্যক্তিরাই প্রবেশ করিতে পারিবেন।
বৃহস্পতিবার.....।০
শুক্রবার.....।০
শনিবার.....।০
রবিবার.....॥০

ছিজেন টিকেট অর্থাৎ ১৮৭৭ সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত বুধবার ভিন্ন অন্য সকল বারে প্রবেশ করিবার টীকেট।

কেবল টীকেট গ্রহিতা গাড়ী, ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ২৫ টাক

কেবল টীকেট গ্রহিতা ঘোড়ায় চড়িয়া কি হাটীয়া প্রবেশ করিবার ফিঃ মং ১৬ টাকা।

বুধবার কেবল মেম্বর অর্থাৎ যাঁহারা এক শত টাকা দান করিয়াছেন এবং ডোনার যাহারা এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন তাঁহাদিগের জন্য রক্ষিত থাকিবেক।

চান্দাদাতা ভিন্ন ব্যক্তিদিগের গাড়ী ও ঠিকা গাড়ী প্রতি মং ১ টাকা ঘোড়া প্রতি।০ আনা এবং পাল্‌কি প্রতি ॥০ আনা অতিরিক্ত ফিঃ দিতে হইবে।

কল খোলা হইয়াছে। চান্দাদাতা ব্যক্তিরা ফ্রি, অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত এবং অপর সাধারণ ব্যক্তিরা মং ১ টাকা ফিঃ দিলে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্লেসরবোর্ট অর্থাৎ বিলাস তরণীর ভাড়া প্রতি ঘণ্টায় এক টাকা মং ১_।

ইউরোপীয় এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের আহারাদি করিবার গৃহ খোলা হইয়াছে।

মেম্বর এবং ডোনার অর্থাৎ দাতব্যকারী ব্যক্তিরা প্রত্যহ সপরিবারে ড়িনিয়া গাফ্রিঃ অর্থাৎ ফিঃ ব্যতিত প্রবেশ করিতে পারিবেন।

H. M. Tobin
Hon. Secretary.

নীল নীল নীল!

আমাদিগের হাটে নীল বটিকা বিক্রয় হয়। যাহারা অপরাপর স্থানে বিক্রয় করেন তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তাঁহারা একবার আমাদিগের হস্তে অর্দ্ধেক ও অপরের হস্তে অর্দ্ধেক মাল দিয়া বিক্রয়ের তারতম্য বুঝিবেন। আর আমরা উচ্চ দরে বেচিতে পারিলে পরে যেন আর অপরকে দেন না। হাট খরচা টাকা শত করা এক টাকা ও বাকস এক টাকা।

শ্রীপ্রাণনাথ দত্ত এণ্ড কোং
২৭ নং পলকষ্ট্রীট কলিকাতা।।

মহালের বণ্টন বিষয়ক।
১৮৭৬ সালের ৮ আইন।
মুল্য.....॥০ মাশুল ।০

কলিকাতা
চিৎপুর রোড
৩১৯ নং বটতলা।
শ্রীমৃত্যু লাল শীল।

আলায়ান্স স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড।

সিল্‌ক্ অর্থাৎ রেসম বিভাগ।

এত দ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে যে, অর্ডার পাইলে আমরা যে কোন প্রকার রেসমের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি। বিবিধ প্রকার দ্রব্য আমাদের নিকট মজুদ আছে। সেলাই করিবার রেসমের সূতা আছে। উক্ত কোম্পানির প্রধান আফিশ ৭ নং চার্চ্চ গেট বোম্বাই। তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট মেসর্য়াস এন নেসুয়ানজি এণ্ড কোং, ৪৪ নং ইজারা ষ্ট্রিট। অন্যান্য বিষয় নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদের নিকট বোম্বাইয়ে লিখিলে জানিতে পারিবেন।

তাপিদাস ব্রজদাস এণ্ড কোং।
সেক্রেটারি ও ট্রেজারার।

কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায় বঙ্গসাহিত্য সমালোচনা নামে একটী সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। বান্ধব সম্পাদক বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এই সভার সম্পাদক হইলেন। বঙ্গ সাহিত্য সংসারে প্রতি বৎসর যে সকল পুস্তক প্রচার হয় তন্মধ্যে উপযুক্ত গ্রন্থকারদিগকে বৎসরান্ত পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। গ্রন্থকারগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কুমার স্বয়ং ইহার ব্যয় ভার বহন করিবেন।

শ্রীমদনমোহন মুখুয্য
কার্য্যাধ্যক্ষ
জয়দেবপুর ঢাকা

আমরা ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান		মায় ডাকমাশুল
	১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা	১৷৵০
	" " ২য় "	১৷৵০
হোমিওপ্যাথিক ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম "	১৷৵০
অর্শরোগের হর্হোষধ		১৷৷০

অর্শ রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন।

টাক রোগের মহৌষধ	১৷৷০
হোমিওপ্যাথিক মোডসিন চেষ্ট	২৲
" ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
" ১০ শিশি বাক্স	৫

এই এই বাক্সে এক এক খানি থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তিত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহা নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিল।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ী
কলিকাতা ৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট।

অর্শরোগের অব্যর্থ মহৌষধ!
১১ দিবস ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতেছে
মুল্য ।/৫ আনা ডাক মাশুল দেড় আনা
শ্রীকরালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৪৮নং মলঙ্গা লেন, বহু বাজার, কলিকাতা

বাটী পরিবর্ত্তন।
শোভাবাজার অপার চিৎপুর রোড নং ২৭৫
শ্রীশশীভূষণ দত্ত
হাইকোর্টের উকিল।

এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।